CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • কোয়াই • উনয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 August, 2020 ■ আগরতলা, ২০ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৩ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জন্ম বার্ষিকীতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

মণিপুরে গভীর সংকটে কংগ্রেস পাঁচ বিধায়কের বিজেপিতে যোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : মণিপুরে গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে কংগ্রেস। দলের পাঁচ বিদ্রোহী বিধায়ক আজ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মণিপুরে কংগ্রেস-র বিরোধী দলনেতা ওকরাম ইবোবি সিংয়ের ভাতিজা ওকরাম হেনরি সিংহও রয়েছেন। বুধবার দিল্লিতে ওই পাঁচ জন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং, বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব, জাতীয় সহ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পান্ডার উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং কংগ্রেস-র ছয় প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে দিল্লি পৌঁছেছিলেন। তাঁরা ১০ আগস্ট বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন এবং ১১ আগস্ট কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ওঁরা সকলেই গত সপ্তাহে কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুইজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, উদয়পুর, ১৯ আগস্ট।। ফের পথ দুর্ঘটনায় আহত এক যুবক। ঘটনার বিবরনে জানাযায় আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়া শালবাগান এলাকায় টি আর ০৩ ই ৫৯২৫ নাম্বারের একটি বাইক সহ এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় জাতীয় সড়কের পাশে পরেরয়েছে।

এই রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকটিকে দেখতেপেয়ে এলাকাবাসী জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানায় খবরদেয়। ঘটনার খবরপেয়ে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার কর্তব্যরত কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত যুবককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের চড়ল করোনার গ্রাফ, দেশে একদিনে আক্রান্ত ৬৪ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই হু হু করে বাড়ছে! স্বস্তি দিয়ে দ্রুত বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, একইসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে মৃত্যু-মিছিল। বাড়তে বাড়তে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২৭,৬৭,২৭৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৯২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪,৫৩১ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫২,৮৮৯ জন এবং সংক্রমিত ২৭,৬৭,২৭৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২০,৩৭,৮৭১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৫১৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৫২,৮৮৯ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ২,৮২০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৫ জন, অসমে ২০৩ জন, বিহারে ৪৭৬ জনের, চন্ডীগড়ে ৩০ জন, ছত্তিশগড়ে ১৫৮ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,২২৬ জনের, গোয়া ১১৬ জন, গুজরাটে ২,৮২০ জনের, হরিয়ানায় ৫৫৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১৯ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৫৬১ জনের, ঝাড়খণ্ডে ২৬২ জনের, কর্ণাটকে ৪,২০১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ১৭৫ জন, লাদাখে ১৭ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,১৪১ জন, মহারাষ্ট্রে ২০,৬৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ১৮ জন, মেঘালয়ে ৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৮ জন, ওড়িশায় ৩৬২ জনের, পুদুচেরিতে ১২৩ জন, পঞ্জাবে ৮৯৮ জন, রাজস্থানে ৮৯৮ জনের, সিকিমে দু'জন, তামিলনাড়ুতে ৬,০০৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৭১৯ জন, ত্রিপুরায় ৬৫ জন, উত্তরাখণ্ডে ১৬৪ জন, উত্তর প্রদেশে ২,৫৮৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ২,৫২৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৯১ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৩.৬৪ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২৪.৪৫ শতাংশ মানুষ। ভারতে প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা। ১৮ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে মোট ৩,১৭,৪২,৭৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, শুধুমাত্র ১৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করে ১৯০ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। রাজ্যে নতুন করে ১৯০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ২৭০৬টি নমুনা পরীক্ষায় ওই করোনা আক্রান্তদের সন্ধান মিলেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এন্টিজেনে ১৫৩১টি নমুনা পরীক্ষায় ১১৪ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, ১১৭৫টি আরটিপিসিআর পরীক্ষায় ৭৬ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

এদিকে, জেলা ভিত্তিক আক্রান্তের হিসেবে উনকোটিতে ৩২ জন, উত্তর ত্রিপুরায় ৬জন, ধলাইতে ২৩ জন, খোয়াইতে ৫ জন, পশ্চিম ত্রিপুরায় ৯৪ জন, সিপাহীজলায় ৯ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা ৬ জন এবং গোমতী জেলায় ১৫ জন কোভিড-১৯ পজেটিভ রয়েছেন।

পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরে করোনার থাবা, আক্রান্ত আধিকারিক, নমুনা সংগ্রহ ৩৮ জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। অধিকর্তা সহ চারজন চিকিৎসক এবং দুই জন প্রশাসনিক আধিকারিক মিলিয়ে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরে ৩৮ জনের আজ কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা সকলেই বর্তমানে গৃহে একান্তবাসে রয়েছেন। কারণ, ওই দফতরের সহ-অধিকর্তা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি সম্প্রতি সকলকে নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাই, ওই ৩৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা বলেন, আজ আমার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও তিন জন চিকিৎসক, দুই জন প্রশাসনিক আধিকারিক মিলিয়ে আজ আমরা ৩৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তিনি বলেন, গত ১৭ অগাস্ট পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের সহ-অধিকর্তার কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি বর্তমানে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। সম্প্রতি তিনি আমাদের সাথে বৈঠক করেছেন। তাই, আজ আমরা নমুনা দিয়েছি।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য কর্মীদের পাশাপাশি এখন ত্রিপুরায় করোনা-র থাবা পড়েছে স্বাস্থ্য দফতরেও। দফতরের সহ-অধিকর্তার করোনা আক্রান্তের ঘটনায় সকলেই ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন। ইতিমধ্যে ওই দফতর স্যানিটাইজ করা হয়েছে।

প্রণব মুখার্জীর শারীরিক অবস্থার অবনতি, ফুসফুসে সংক্রমণের লক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): উন্নতির পরিবর্তে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। এবার প্রণবের ফুসফুসে সংক্রমণের লক্ষণ ধরা পড়েছে। এখনও ভেন্টিলেটর সাপোর্টেই রয়েছেন তিনি। বুধবার দুপুরে আর্মি রিসার্চ এন্ড রেফারেল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণের লক্ষণ ধরা পড়েছে। এখনও ভেন্টিলেটরেই রয়েছেন তিনি। বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাঁর উপর নজর রাখছেন।"

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর এক সপ্তাহের বেশি সময় অতিক্রান্ত, এখনও সঙ্কট-মুক্ত হলেন না প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। তবে, বুধবারই সুখবর জানিয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ছেলে অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অভিজিৎ টুইট করে জানান, 'আপনাদের সকলের প্রার্থনা এবং চিকিৎসকদের পরিশ্রমের ফলে, আমার বাবা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে।" অভিজিৎ টুইটারে আরও লেখেন, 'বাবার শারীরিক অবস্থায় উন্নতির লক্ষণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় নিয়োগ এজেন্সি গঠনে মঞ্জুরি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.)।। জাতীয় নিয়োগ এজেন্সি গঠনে মঞ্জুরি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলির নন-গেজেটেড পদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার আয়োজন করবে। বুধবার রাজধানী দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবকে মঞ্জুরি দেওয়া হয়। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় তথ্য-সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশের তরুণ প্রজন্মের চাকরি পেতে সুবিধা হবে।এই এজেন্সির মাধ্যমে গ্রুপ বি এবং সি এর জন্য একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় পাস করলে পরীক্ষার্থী অন্যান্য বিভাগের জন্য পরীক্ষায় বসতে পারবে। কেন্দ্রীয় কর্মীক এবং শিক্ষণ বিভাগের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ জানিয়েছেন এর মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সরল হবে এবং পরীক্ষার্থীদের উঁচু পদে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের আসরে বিবাদ, চলল ধারালো অস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মদের আসরে বিবাদকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তির দুটি পা কেটে দিয়েছে অপর এক ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় এর লেম্বুতলী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সজল দাস নামে এক ব্যক্তি সজল মালাকারের বাড়িতে এসেছিল। তারা সেখানে মদের আসরে বসে। মদের আসরে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। বাক-বিতণ্ডার জেরেই সজল মালাকার ধারালো অস্ত্র দিয়ে সজল দাস এর দুটি পায়ে আঘাত করে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে এলাকা থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিশালগড় থানায় একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার বেহাল দশা, প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। রাস্তা মেরামতের দাবিতে ধলাই জেলার আমবাসা আইটিআই এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় জনতা।জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে কুলাই লালছড়ি যাওয়ার রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে আছে। রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর তরফ থেকে রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। এই রাস্তা দিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুজকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা, গ্রেপ্তার অগ্রজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার উত্তর সরাসরি বাজারে ভাইয়ের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে অপর ভাই গুরুতরভাব আহত হয়েছে। আহত ভাইকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পারিবারিক বিরোধের জেরে বড় ভাই মদন বিশ্বাস প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছোট ভাই সাধন বিশ্বাসকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে।রক্তাক্ত অবস্থায় সাধন বিশ্বাসকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।এ ব্যাপারে বিলোনিয়া থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বড় ভাই মদন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বড় ভাইয়ের ধারালো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২.৬০ কোটি টাকার ইয়াবা ও ব্রাউনসুগার উদ্ধার, নগদ ১৩.৮৬ লক্ষ টাকাসহ নেশাকারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। রাজধানীর বুকে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট, ব্রাউন সুগার এবং নগদ টাকা সহ এক কুখ্যাত নেশা কারবারিকে আটক করা হয়েছে। অ্যান্টি নারকোটিক্স শাখা এবং ত্রিপুরা পুলিশের অন্যান্য শাখার যৌথ অভিযানে এই সাফল্য মিলেছে। আগরতলার তুলসীবতী স্কুলের সামনে গাড়ি এবং শান্তিপাড়ার এক বাড়ি থেকে ওই সব নেশা সামগ্রী এবং নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য কমপক্ষে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এ-বিষয়ে অ্যান্টি নারকোটিক্স শাখার পুলিশ সুপার সরস্বতী আর জানিয়েছেন, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, পশ্চিম ও দক্ষিণ জেলা পুলিশ এবং অ্যান্টি নারকোটিক্স শাখার যৌথ অভিযানে প্রচুর নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। সাথে সন্দেহভাজন নেশাকারবারি রতন সাহাকে আটক করা হয়েছে।

তিনি জানান, ২৬০টি প্যাকেটে ৫২ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট মিলেছে। সাথে ১৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। তাঁর কথায়, আগরতলার মহারানি তুলসীবতী স্কুলের সামনে থেকে রতন সাহাকে আটক করা হয়েছে। তার গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী ও নগদ টাকা মিলেছে। তিনি জানান, রতন সাহার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর জমির কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে। সমস্ত কিছুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

প্রসঙ্গত, রতন সাহা শহরের কুখ্যাত নেশাকারবারি হিসেবে পরিচিত। ইয়াবা ট্যাবলেট মায়ানমার থেকে নেশাকারবারিরা আমদানি করেন বাংলাদেশে পাচার করে। বাংলাদেশে ইয়াবা ট্যাবলেটের ভীষণ চাহিদা।

আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীরবিক্রমের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১২ তম জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়েছে আজ। আগরতলায় বেণুবন বিহারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এছাড়াও, বিজেপি এবং কংগ্রেস পার্টি ত্রিপুরায় মহারাজ বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী পালন করেছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক নিজ বাসভবনে মহারাজের প্রতিকৃতি-তে ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন।

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে ত্রিপুরা রাজ্য কয়েক শতাব্দী যাবৎ অনেক কণ্টকময় পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে নিজ স্রোতে।আর এই আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর।ত্রিপুরা ১৭৯ জন রাজার মধ্যে তিনি হলেন শেষ স্বাধীন রাজা।আমাদের এই ত্রিপুরা হলো সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল পীঠস্থান।সেই আলোকে স্বদেশী ভাবনা এবং সনাতন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ছিলেন এক পরাক্রমশালী নৃপতি।

শুভ কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখে আগরতলায় রাজপরিবারে জন্ম গ্রহন করেন তিনি। পিতা ছিলেন মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য ও মাতা ছিলেন অরুন্ধতী দেবী।বিশাল রাজমহল, যৌথ পরিবার, মন্ত্রী-দেওয়ান উজির-নাজির পরিবৃত্ত পরিবেশে বিরবিক্রমের শৈশব ও কৈশোর অতিক্রান্ত হয়।বালক বীরবিক্রম যে ভবিৎসতে খুব মেধাবী হবে, তা অভিবাবকরা তখনই অনুমান করতে পেরেছিলেন। ১৯২৩ সালে বিরবিক্রমের পিতা মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মারা যান এবং মাত্র পনেরো বছর বয়সে বালক বীরবিক্রম মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর নামে অভিহিত হন।বালক বয়সে রাজা হলেও বিরবিক্রম ছিলেন বিচক্ষণ ক্ষমতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।তিনি যখন রাজা হলেন তখন রাজ্যে চলছিল আর্থিক সংকট আর রাজকোষে ছিল ঘাটতি। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে ঋণ সমীক্ষা সমিতি গঠন করেন ও ১৯২৫ সালের মধ্যে সব দেনা-পাওনা মিটিয়ে দেন। ১৯২৭ সালের ১৯শে আগস্ট ছিল মহারাজা বীর বিক্রমের ২০ তম জন্মদিন।সেদিন মহারাজা বীর বিক্রম রাজ্যভিষেক ক্রিয়ায় তেরবার তোপেধ্বনি দেওয়া হয় এবং অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

প্রজাদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং এমন মহারাজা পেয়ে প্রজারা ছিলেন আপ্লুত। তাঁর প্রতিভা ও জ্ঞান এতটাই বেশী ছিল যে মহারাজা মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৯২৮ সালে কলকাতাতে রবীন্দ্রজয়ন্তী ও শিল্প প্রদর্শনী মেলার শুভ উদ্বোধন করেন।শুধু তাই নয় তিনি যেখানেই যেতেন সেখানে সনাতনী সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে তুলে ধরতেন।

মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার শেষ রাজা ছিলেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী ত্রিপুরার ভারতভুক্তি-র চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সত্যিকার অর্থে আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন মহারাজ বীর বিক্রম মানিক্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর ঘর ছেড়ে যুবকের সাথে পালিয়ে গেল এক সন্তানের জননী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ আগস্ট।। এক সন্তানের জননী বিশ বছরের যুবকের হাত ধরে পালিয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে ভাড়া করা বাড়িতে। বারো দিন পরে খোঁজ পেয়ে স্বামী শ্রিকেশ দত্ত দলবল নিয়ে স্ত্রীকে নিতে এসে ধুন্ধুমার কান্ড বিলোনিয়া রাম ঠাকুর পাড়াতে।

আকাশ সেন বিশ বছরের যুবক। রাজমিস্ত্রির কাজ করে বাড়ি বাড়ি ঋষ্যমুখের গোয়ালটিলা এলাকায়। কাজের সুবাদে বিলোনিয়া এসবিসি নগরের বাসিন্দা শ্রিকেশ দত্তের স্ত্রির সাথে পরিচয় হয় আকাশের। এর পর মোবাইল ফোনে আলাপ। এই আলাপচারিতার মধ্যেই ভালোলাগা থেকে শুরু হয় যায় ভালোবাসা। এই ভালোবাসার টানে স্বামীর ঘর ছেড়ে এক সন্তানের জননী নাগর আকাশের হাত ধরে রামঠাকুর পাড়ার জনৈক এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের বাড়িতে ভাড়া করা ঘরে উঠলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে স্বামী শ্রিকেশ দত্ত খবর পাওয়ার পর মহিলা থানায় দারস্থ হয়। স্বামী শ্রিকেশ দত্তের অভিযোগ মহিলা থানার পুলিশ কর্মীরা নাকি বলেছে প্রধান ও মেম্বারের সাথে যোগাযোগ করে সুরাহা করার জন্য।

এদিকে স্বামী শ্রিকেশ দত্ত কিছু দলবল নিয়ে রামঠাকুর পাড়ার ভাড়া বাড়িতে এসে নিজের স্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে ভাড়ার ঘর থেকে বের করে রাস্তায় নিয়ে আসে বলে অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। অনদিকে বিশ বছরের যুবক আকাশকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শ্রিকেশের বাহিনীর বিরুদ্ধে। চিৎকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩০৬ ▫ ২০ আগস্ট ২০২০ ইং ▫ ৩ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

গার্হস্থ্য হিংসার ভয়াবহতা

দেশে প্রতি তিন জন মহিলার মধ্যে একজন গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। মহিলাদের দীর্ঘ গৃহবন্দীত্ব অভিশাপ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। অতিমারিজনিত লকডাউনের গোড়াতেই বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করিয়াছিলেন দেশে পারিবারিক হিংসা বৃদ্ধি পাইবে। আশংকাটি সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।জাতীয় মহিলা কমিশনের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের মার্চ মাস হইতে মে মাস পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার অভিযোগ জমা পড়িয়াছে। সংখ্যাটি গতবছরের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি।জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে নির্যাতিতা মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৪ শতাংশ সরাসরি অভিযোগ জানায়। এই তথ্য হইতেই প্রমাণিত যে, নির্যাতিত মহিলাদের অনেকেই অভিযোগ জানাইতেছেন না। নথিভূক্ত অভিযোগের তালিকার বাইরে রহিয়াছেন বিপুল সংখ্যক মহিলা। তাহাদের সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসিতেছে না। কেন সেই তথ্য প্রকাশ্যে আসিতেছে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না।নির্যাতিত মহিলারা প্রকাশ্যে অভিযোগ না জানাইবার অন্যতম কারণ হইলো যে পুরুষ তাহার উপর সর্বক্ষণ নির্যাতন চালাইতেছে সেই পুরুষ সর্বক্ষণ বাড়িতে থাকেন।স্বাভাবিক কারণেই নির্যাতিত মহিলা বাড়ির বাহিরে গিয়া অভিযোগ জানাবার সুযোগ পাইতেছে না।শুধুমাত্র যাহারা সেই দুর্লভ সুযোগ পাইতেছেন তাহারাই যথাস্থানে অভিযোগ জানাইতে পারিতেছেন। বাস্তব তথ্য অনুসন্ধান করলে দেখা যাইবে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হইয়া বহু নারী ঘরের চার দেয়ালের মধ্যেই বন্দিদশায় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে।এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে নির্যাতিতা মহিলাদের নিস্তার পাওয়ার জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর খুবই জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।শুধু হেল্পলাইন নম্বর চালু করলেই চলবে না এই হেল্পলাইন নম্বর ২৪ ঘন্টা কার্যকর থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।একথা অনস্বীকার্য যে, অনেক নির্যাতিত মহিলার পক্ষেই সশরীরে থানা বা মহিলা কমিশনের কাছে পৌছাইয়া অভিযোগ জানানো সম্ভব নয়। এই পথ অনেকের কাছেই কঠিন।বিপদে পড়িলে তাহারা সচরাচর নিজ আত্মীয় বা প্রয়োজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া থাকেন। নির্যাতিতা মহিলারা উদ্ধারের জন্য আর্জি জানাইয়া থাকেন। একমাত্র আত্মীয়-পরিজন রাই নির্যাতিতাদের উদ্ধার করিয়া নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। অতিমারি এবং লকডাউন এর সময় এই আপৎকালীন পারিবারিক হেলপ্লাইন সম্পূর্ণভাবে অচল হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই এই স্পর্শ কাতর সময়ে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য যতটা প্রবল তাতে কি রাষ্ট্রীয় পরিসরে মহিলাদের এই বিপন্নতা যথেষ্ট অনুভূত হয় না? যাহারা ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করেন তাহারা কি মহিলাদের এই অসহায়তা সম্যক বুঝিতে পারেন? যতক্ষণ পর্যন্ত এই সচেতনতা না আসিবে ততক্ষন রাষ্ট্রশক্তি বিকল হইয়া থাকিবে।আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় মহিলাদের সচেতন এবং স্বনির্ভর করিয়া তুলিবার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। মহিলা ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।চাকরির ক্ষেত্রেও কোন কোন দপ্তরে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের আসন সংখ্যা বাড়ানো হইয়াছে। এই ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। শুধু তাই নয় মহিলাদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আইনি সংস্থানও কঠোর করা হইয়াছে।সরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও সেই সব পদক্ষেপ কতখানি বাস্তবায়িত হইতেছে সেই বিষয়ে নজরদারি বাড়াইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে এইসব ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধীকতা পরিলক্ষিত হইতেছে। সরকার গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ করিতে এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করিবার জন্য যত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন নারী শিক্ষার হার আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব না হইলে গার্হস্থ্য হিংসা বন্ধ করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না।প্রতিটি ছেলেমেয়েকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে একদিকে যেমন গার্হস্থ্য হিংসা কমিবে, ঠিক তেমনি নারীরা প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুযোগ পাইবে। অন্যথায় নারী ক্ষমতায়নের স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

মাসিক ২০০ টাকায় সরকারি উদ্যোগে সাইকেল প্রশিক্ষণ নিউটাউনে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট(হি. স.): করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে গণ পরিবহন এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু অফিস খুলে যাওয়াতে বাধ্য হয়েই গণ পরিবহন ব্যাবহার করতে হচ্ছে নাগরিককে। এই পরিস্থিতিতে সরকারি উদ্যোগে মাসিক ২০০ টাকায় সাইকেল প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল নিউটাউনে। নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ (এনকেডিএ) এই উদ্যোগ নিয়েছে। মাঝবয়সী থেকে বাচ্চা - সবাই সাইকেল শিখতে পারবে।

এনকেডিএ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবেন যে কেউ এবং যে কোন এলাকার নাগরিক। মাসিক ফি ২০০ টাকার বিনিময়ে শনি ও রবি সপ্তাহে দুদিন বিকেল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ। ২০ জন ছাত্র পিছু একজন করে প্রশিক্ষক। এমনকি কোর্স শেষে মিলবে সার্টিফিকেটও। ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এই প্রশিক্ষণ শিবির। এলাকার ফুটবল মাঠেই এখন আপাতত সাইকেল শেখাচ্ছেন প্রশিক্ষকরা।

সংগঠনের চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন জানিয়েছেন, ’নিউ টাউন, সল্টলেকে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা সাইকেল চালাতে জানলেও, অনেকদিন অভ্যেস না থাকায় সাইকেল নিয়ে বেরনোর সাহস করতে পারছেন না। ওই সমস্ত মহিলাদের জন্য আমরা সপ্তাহে দু’’দিন বিকেলে দু’’ঘন্টার জন্য সাইকেল ট্যুরের আয়োজন করছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মাঝবয়সী মহিলারা নতুন করে সাইকেল চালানোয় উৎসাহ ফিরে পাবেন।’

হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

মণিপুরে গভীর সংকটে কংগ্রেস, দিল্লিতে পাঁচ বিধায়কের বিজেপি-তে যোগ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুরে গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে কংগ্রেস। দলের পাঁচ বিসংবাদী বিধায়ক আজ বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। সম্প্রতি তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মণিপুরে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা ওখরাম ইবোবি সিংহের ভাতিজা ওখরাম হেনরি সিংহও রয়েছেন। বুধবার দিল্লিতে ওই পাঁচ বিধায়ক মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ, বিজেপি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব, জাতীয় সহ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পান্ডার উপস্থিতিতে গেরুয়া বসন পড়েছেন।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ কংগ্রেসে ছয় প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে দিল্লি পৌঁছেছিলেন। তাঁরা ১০ আগস্ট বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করে ১১ আগস্ট কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, ওঁরা সকলেই গত সপ্তাহে কংগ্রেসের হুইপ লঙ্ঘন করে বিধানসভার একদিনের অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে বিজেপি-র এন বীরেন সিংহ সরকার আস্থা ভোটে জয়ী হয়েছিল। দিল্লি পৌঁছার পর মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ বলেছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন তাঁরা। তাই আমি তাঁদের এখানে নিয়ে এনেছি। এ ঘটনায় মণিপুরে রাতারাতি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট পুরো বদলে গিয়েছে।

কোভিড আক্রান্তদের দুর্ভোগ কবে বন্ধ হবে?

নারায়ণ দাস

বিরোধীরা বলছেন করোনা দমনে সরকার ব্যর্থ। সত্যিই কি তাই? এই অভিযোগের সারবত্তা কিছু আছে কিনা তা নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। এটা ঠিক, আজকাল প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্তদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যু। আবার প্রতিদিন সুস্থ হয়ে উঠছেন এমন রোগীর সংখ্যাও বেশি। যা সরকারের পক্ষে স্বস্তিদায়ক, যার প্রচারও বেশি। তবে প্রতিদিন এই মারণ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়া এবং সেই সঙ্গে মৃত্যু বেড়ে যাওয়া সাধারণের চোখে পড়ে বেশি। তাতে তাদের মনে আতঙ্ক ছড়ায়। করোনার ভয়াবহতা নিয়ে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। বিরোধীরা এটাকেই মূলধন করে, সরকারের ব্যর্থতাই দেখছেন বেশি করে। আবার শুধু আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান শুধু দুর্ভাবনার বিষয় নয়। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের চরম হয়রানি এবং নানাভাবে তারা অব্যবস্থার শিকার, তাও গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। অব্যবস্থা নিয়ে প্রতিদিন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে যে সব ঘটনা ঘটছে, তাতে মিলছে অমানবিকতার চরম নিদর্শন। অথচ স্বাস্থ্য দফতর অনেক ক্ষেত্রেই তা মেনে নিচ্ছে না। কথা ও কাজের মধ্যে যে বিরাট ফারাক থেকে যাচ্ছে তাও স্বাস্থ্যকর্তাদের চোখে পড়ছে না। কোথায় কোথায় ত্রুটি হচ্ছে, কোথায় অব্যবস্থার জন্য রোগী তাদের আপজননেরা দুর্ভোগে পড়ছেন তা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া গচ্ছে না। যখন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, তখন তা তদন্ত করে দেখার কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, আসলে কতটা তা হচ্ছে, তা জানা যাচ্ছে না। চাপা পড়ে যাচ্ছে। উপমা স্বরূপ, যেমন বনগাঁ সরকারি হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনা। এখনও তা নিয়ে কিছু জানা গেল না।

তবে এই অজানা অচেনা করোনা ভাইরাস পশ্চিমবঙ্গে হানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য সরকার কিন্তুতার মেকাবিলায় যথাসম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে দিয়েছে। তা এখনও অব্যাহত গতিতে চলছে। শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি লড়ে যাবেন সীমিত অর্থবল এবং পরিকাঠামো নিয়ে। লড়েছেন এখনও লড়ে যাচ্ছেন, তবে দম তো সবসময় একরম থাকে না, নানা প্রতিবন্ধকতা এলে দম নেওয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

এই কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা নিয়ে সরকার কিন্তু ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছে। শুধু করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা হবে, এমন হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতাল এবং কিছু কিছু নার্সিং হোমেও চিকিৎসা হচ্ছে, শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, নমুনা পরীক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত করা হয়েছে, প্রতিদিন প্রচুর নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে, রয়েছে কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা, রয়েছে আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা, গড়া হয়েছে সেফ হোম। তথ্য জানার জন্য, উপদেশ পাওয়ার জন্য রয়েছে টেলিমেডিসিন সেন্টার, কোভিড সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য রয়েছে ‘হেল্পলাইন নম্বর’, রয়েছে কোভিড আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তর করার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা ও তার কন্টাক্ট নম্বর। ইদানিং প্রতিটি জেলায় তৈরি হয়েছে কোভিড সেল। যেসব নার্সিং হোমে এতদিন কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সেই সব নার্সিংহোমে

ন্যূনতম দুটি শয্যা অবশ্যই রাখতে হবে কোভিড রোগীর চিকিৎসার জন্য। তাছাড়া বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতালে এখন সরকারের ব্যবস্থাপনায় কোভিড রোগীদের চিকিৎসা হচ্ছে, সরকার খরচ বহন করছে। বর্তমানে সংক্রমণ দ্রুতগাতিতে বেড়ে যাওয়ার জন্য চিকিৎসা পরিষেবায় লোকবল বাড়াতে চিকিৎসক, নার্স এবং মেজিকেল টেকনিশিয়ান নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, চিকিৎসা ব্যবস্থা আরও উন্ন করতে ‘ওয়াক ইন ইন্টারভিউ’---এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ৫৩ জন চিকিৎসক ও ১৮ টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৫০০ হাউস স্টাফ পদ তৈরির। নার্সদের ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পুজোর আগেই স্বাস্থ্য পরিষেবায় লোকবল অনেক বেড়ে যাবে এবং তখন কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা নিয়ে কোনো সঙ্কটের সৃষ্টি হবে না। জেলায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনেক চিকিৎসক, নার্স এবং মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানদের পদ শূন্য পড়ে আছে। আবার করোনা রোগীদের চিকিৎসা করতে থাকা অনেক চিকিৎসক এবং নার্স এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শূন্য পদগুলি যাতে তাড়াতাড়ি পূরণ করা হয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সংক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ার ফলে বিভিন্ন মহলে যে উদ্বেগ, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর, প্রতিদিন নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ছে তাই সংক্রমিতের সংখ্যাও বাড়ছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বাড়বে তা নিয়ে উদ্বেগ অহেতুক। রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীবন সিনহা বলেন, শয্যা পরিকাঠামো এবং আক্রান্তদের চিকিৎসা করা নিয়ে এখনো কোনো সমস্যা নেই। তবে আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। তিনি আগেও জোর দিয়ে বলেছিলেন, সংক্রমিতের সংখ্যা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তা নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ আক্রান্তও মৃত্যু ঠেকাতে ব্যর্থ সরকার বলতেই পারে উদ্বেগের কারণ নেই।

সরকারের এত সব ব্যস্থা সত্ত্বেও প্রায় প্রতিদিনই কোভিড রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে কোনো না কোনো অভিযোগ উঠছে। বিরোধীরাও বলার সুযোগ পাচ্ছেন, সরকার করোনা ঠেকাতে ব্যর্থ। তা যদি না হয় তাহলে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ওই মর্মস্পর্শী ঘটনা কেন ঘটল? কেন তীব্র শ্বাসকষ্টে থাকা রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা নিয়ে একটু সাহয্যের জন্য তাঁর স্ত্রী করুণ আবেদন শোনা গেল? শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পড়ে গিয়ে মুনত্য হল। হাসপাতালের কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে এই দৃশ্য দেখলেন। তাদের কি উচিত ছিলনা অসুস্থকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া? তারপর কী হল? সুপার বললেন, তদন্ত হবে, যারা দোষী প্রমাণিত হবে তাদের শাস্তি হবে। জেলার স্বাস্থ্য অফিস থেকে তিন সদস্যের একটি টিম হাসপাতালে গিয়ে সব শুনলেন, তদন্তের আশ্বাস দিলেন। এখনও কিন্তু জানা গেল না, তদন্তের ফল কী?

কেন ইছাপুরের একটি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তীব্র রোগ যন্ত্রণায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও তার অভিভাবকেরা চারটি হাসপাতল ঘুরেও তাকে ভর্তি করাতে পারলেন না? শেষ পর্যন্ত মেডিক্যাল কলেজ যখন ভর্তি নিল, তখন সব শেষ। কেন ভর্তি যোগ্য রোগী হয়েও সে ভর্তি হতে পারল না? যদি সময়মতো সেই সুযোগ মিলত তাহলে হয়ত ছেলেটি প্রাণে বেঁচে যেত। কে দায়ী? কাদের দোষে মা-বাবা তার ছেলেকে হারালেন? অপর একটি কেসে এই হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক রোগী ভাল আছেন বলে তার পরিজনরা টেলিফোন করলে জানানো হচ্ছিল এক সপ্তাহ ধরে। শেষে যখন তাঁরা হাসপাতালে এসে রোগী সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, তখন তাদের বলা হল ভর্তির অল্প কিছুক্ষণ পরেই সে মারা গেছে। তারা তো শুনে তাজ্জব। কেন এমনটা হল? কে দায়ী? মানুষের জীবন নিয়ে এমন খেলা? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য যা তা মানা যায় না।

গত দুই সপ্তাহে এই শহরেই কোভিড আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে মৃত্যু হওয়ার পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেহ পড়ে রইল। এই ধরনের কেস বেশ কয়েকটি। মৃতদের পরিবারের লোকজন তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে নাকনিচোবানি খেলেন। পুলিশের সাহায্য মিললেও শেষ পর্যন্ত তা দেরিতে, অ্যাম্বুলেন্স পেতে দলগঘর্ম, ডাক্তারদের সার্টিফিকেট পেতে চরম হয়রানি, সরকারের দেওয়া অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পেতে হেল্প নম্বরে টেলিফোনের পর টেলিফোন করেও কোনো সাহায্য মিলল না বলে অভিযোগ, গত কয়েকদিন কোভিড আক্রান্ত রোগীগের শহরের হাসপাতালে ভর্তি নিয়ে চূড়ান্ত দুর্ভোগে পড়েছেন রোগীর পরিজনেরা। যে হাসপাতালেই তারা রোগীদের নিয়ে গেছেন, বলে দেওয়া হয়েছে শয্যার অভাব। বাধ্য হয়ে রোগীদের প্রাণ বাঁচাতে পরিজনদের মধ্যে কেউ কেউ বেসরকারি হাসপাতালের শরণাপন্ন হয়েছেন।

সেখানে আবার অন্য চিত্র শয্যা আছে, কিন্তু প্রথম কথাই নগদ টাকা চাই---হাজার হাজার। তারপর চিকিৎসা খরচ তো গগনচুম্বী। মুখ্যমন্ত্রী যখন বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিনিধিদের রোগীর স্বার্থে ন্যায্য খরচের বাইরে অতিরিক্ত খরচ না নেওয়ার অনুরোধ করেন, তাঁরা মন দিয়ে শোনেন। সবরকম হসযোগিতার আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক থেকে বের হয়ে হাসপাতালে এসেই দেখতে থাকেন রোগীর চিকিৎসার খরচের বিল আরো বাড়ানো যায় কিনা। বেমালুম ভুলে যান মুখ্যমন্ত্রীকে কী কথা দিয়ে এলেন। একটি দৃষ্টান্ত। বারাকপুরের একজন কোভিড আক্রান্ত রোগী বাইপাসের একটি নামি হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন। বর্তির সময়েই তার কাছ থেকে ৫০,০০০ হাজার টাকা নিয়ে নেওয়া হল। এক সপ্তাহের ওফর তিনি এখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। রিপোর্ট নেগেটিভ এলে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে বিল ধরিয়ে দেওয়া হল ১১ লক্ষ টাকা। বিলে টাকার অঙ্কের ওফর চোখ পড়তেই রোগীর ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। উপায় নেই, তাকে ফেলতেই হল নির্দিষ্ট টাকা। ক’টা লোক পারবে বেসরকারি হাসপাতালে এই ধরনের লাগামহীন বিলের টাকা ঢেলে চিকিৎসা করাতে? বৃথাই যায় মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন নিবেদন। তাও দুই হাত জোড় করে। বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা যাই হোক, টাকা ছাড়া কোনো কথা নেই। সম্প্রতি সরকার এক দফা নির্দেশিকা জারি করেছে, বেসরকারি হাসপাতালগুলির উদ্দেশে। মানবে? না মানলে সরকার কী করবে? সরকারের গঠিত মেডিকেল কাউন্সিলে যাবেন কজন রোগীর অভিভাবকেরা বিচার চাইতে? এখানেও বিচার পাওয়া খুব সহজ নয়। ভুক্তভোগীরাই তা বোঝেন। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ লাগে না। তাই রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এখানেও আবার আরেক বিপদ প্রতিটি সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে দালালচক্র দারুণভাবে সক্রিয়। টাকা ফেলুন শয্যা মিলবে, রোগীকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে না অভিবাবকজের। নবান্ন, স্বাস্থ্য দফতর খুব ভাল করেই জানে, এই দালালচক্রের কথা। তারা নানা প্রলোভন দেখিয়ে রোগীর অভিভাবকদের কাছ থেকে টাকা প্রায় ছিনিয়ে নেয়। কোনো প্রতিকার? না, শোনা যায় না। সরকার সব জেনেও কিছু জানে না। তাহলে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ফ্রি করে দিয়ে কী লাভ হল? সেই তো সাধারণ মানুষের হয়রানি, টাকা খরত, সেই টাকা সরকারি কোষাগারে যায় না, দালালদের পকেট ভরে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা অনেক গলদে ভরা। সবাই চায় এই গলদের অবসান হোক। সরকারি হাসপাতালে রোগীর হয়রানি বন্ধ হোক। দালালচক্রের অবসান হোক। প্রায় প্রতিদিনই নবান্ন থেকে হয়। মুখ্যমন্ত্রী না হয় মুখ্যসচিব অথবা স্বরাষ্ট্রসচিব বা স্বাস্থ্যসচিব কোভিডে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা, রোগী হয়রানি বন্ধ এবং সার্বিক চিকিৎসা, রোগীর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত নানা নির্দেশ, নানা উপদেশ, নানা ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন। এইসব নির্দেশাবলি বা ব্যবস্থাদির কথা নীচেরতলায় পৌঁছলেও তা কার্যকর করতে এক পর্যায়ের কর্তাদের মধ্যে অনীহার কথা শোনা যায়। ফলে রোগীর চিকিৎসা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি, ভুলক্রুটি অহরহই ঘটছে। প্রতিদিন কোভিজ আক্রান্ত রোগীরা সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে এসে প্রথমেই কর্তব্যরত যেসব চিকিৎসকদের হাতে পড়ে, তারা যে সকলেই দরদী মনের তা বলা যাবে না। শয্যা না থাকতে রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা অনেকভাবে বুঝিয়ে বলা যায়। সহামুভূতিমূলক আচরণ করা যায়। কোথায় গেলে ভর্তি হওয়া যাবে সে ব্যাপারে সাহায্য করা যায়—এসব করতে খরচ লাগে না। যাঁরা রোগীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁরা তা করেন। বাকিরা তা করেন না। ফলে রোগীর কপালে দুর্গতি নেমে আসে। নবান্ন বা স্বাস্থ্য দফতর কতটা এসব জানে জানি না। শুধু উপদেশবালী, বা ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেই ক্ষান্ত হলে চলবে না। নীচের তলায় কী ঘটছে, নীচের দিকে দৃষ্টিটা নিক্ষের করে তা দেখতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়.....

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ক্ষুধার সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে যে কবির যোগ খুব তীব্র তিনি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন কিশোর কবি। ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের হে মহাজীন কবিকতাটিতে কবি যেখানে পূর্ণিমানর চাঁদকে ঝলসানো রংটির সঙ্গে তুলনা করেছেন সেখানেই তিনি জানিয়েছেন —ক্ষক্ষুধার রাজ্য পৃথিবী গদ্যময়। এ যেন আপামর জনতার ক্ষুধারই আক্ষরিত রূপ পদ্য কী করে গদ্যের চেয়েও বেশি সত্য হয়ে ওঠে, সুকান্ততা, বারবারই দেখিয়ে দিয়েছেন তার কবিতায় কবিতা শুধু অদেখা, অছোঁয়া বা বিমূর্তই নয়—সুকান্তের কবিতার মূর্তিতা পক্ষেন্দ্রিয় দিয়েও অনুভব করতে পারা যায়। স্কুলে পড়ার সময়ই সুকান্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও অনৈতিক ব্রিটিশ সাশন প্রভৃতির বিরংদ্ধে তিনি ও তাঁর দল ভীষণভাবে সোচ্চার হন। শোষিত মানুষের কর্মজীবন, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম, সমাজের দুর্দশাজনিত বেদনা এবং শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন কবি। বিশ্ব জুড়ে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেড়ে চলেছে। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরেক দিকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ। কবি সুকানচ এসব কিছুকেই করে তোলেন তাঁর কবিতার উপরজীব্য। কবিতার পৃষ্ঠায় সুকান্তই সূর্যকে বলতে পেরেছিলেন, হে সূর্য তুমি ত জানো আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব। এ অভাবের সঙ্গে কবির যোগ ছিল আক্ষরিত অর্থে। কৈশোর থেকেই সুকান্ত যুক্ত হয়েছিলে সামবাদী রাজনীতির সঙ্গে পরাধীন দেশের দুঃখ দুর্দশাজনিত বেদনা এবং শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন, শোষিত মানুষের কর্মজীন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্য সংগ্রাম তার কবিতার মূল প্রেরণা। সুকান্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখকও ইশল্পীসঙ্ঘের পক্ষে আকাল (১৯৪৪) নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এছাড়াও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা দৈনিক স্বাধীনতার (১৯৪৫) কিশোর সভা বিভাগ সম্পাদনা করতেন। সুকান্তকে বলা হয় গণমানুষের কবি। অসহায় নিপীড়িত সর্বহারা মানুষেণ সুখ-দুঃখ তার কবিতার প্রধান বিষয় অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের সআবর্থে ধনী মহাজন অত্যাচারী প্রভুদের বিরুদ্ধে সুকান্ত ছিলেন একজন সক্রিয়া যোদ্ধা।

সিগারেটকে আহ্বান জানীতে পেরেছিলেন হঠাৎ জ্বলে উঠে বাড়িসুদ্ধ পুড়িয়ে মারতে যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছে এতকাল। এই তোমরা আমারাদের যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজ তার থেকে মুক্তির ভাবনা প্রতিনিয়ত ব্যক্তি কবিকে জারিক করেছে সারাক্ষণে। সুকান্তের লেখনী গভীরভাবে প্রভাবিত হত তার সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির অভিজ্ঞতা থেকে। চতারপাশের মানুষকে নিয়ে সুকান্তের যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছিল, তাই তিনি ঢেরে দিতেন কলমে কাগজে। তারা অনুভূতিগুলো এতই প্রখর ছিল যে তা প্রকাশ করতে গিয়ে কলম হয়ে উঠত তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর। সুকান্ত কেঁদেছেন ডাকঘরের রানারের দুঃখে পিঠেতে টাকার বোঝা, তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া -তে। এই যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে তাড়িতে করেছে কবিরে। এখানে সর্বহারা শ্রেণির আর্তচিৎকার বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে কবিতায়। যে শোষিত নিপীড়িত মানুষ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গের্জে উঠেছে তা শুনাতে একদম ভুল হয়নি কবির। সুকান্তের কবিতার সহজ সরলতা অনেককে আশ্চর্য ও মুগ্ধ করেছে। সেই সরলতার সমগর তাৎপর্য সকলের কাছে ধরা পড়েনি কারণ তাঁর কবিতা প্রকাশ ভঙ্গিটাই অনেকের কাছেই খুব ভালো লাগে, বুঝতে চায় কিন্তু তাঁর বার্তাটি পৌঁছয় না। সুকান্তের চেহারাও যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি সরল। যে চিলকে নিয়ে কতিবতা লিখেছেন সুকান্ত তাঁর সঙ্গে সেই চিলের বড় মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্থলিত হয়ে পড়ল ফুটপাতের ভিড়ে, আর উড়তে ভিড়ে আর উড়তে পারল না অথবা সময় পেল না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিল সুকান্ত কবি হতে পারে। আগে তার মৃত্যু হল। ....পোষমানাকে অস্বীকার করো/ অস্বীকার কর বশ্যতাকে। /চলো শুকনো হাড়ের বদলে সন্ধান করি তাজা রক্তের / তৈরি হোক লাক আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।/ শিকলের দাগ ঢেকে গজিয়ে উঠুক সিংহের কেশর, প্রত্যেকর গাড়ে’—সুকান্তের জীবন ও কাব্য ছিল একই সুরে গ্রথিত ও একই মন্ত্রে অনুরণিত।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে বীরবিক্রম মানিক্যের জন্মদিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বেনাপোল স্থলবন্দরে পণ্য জট, ভারত ও বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্যে স্থবিরতা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। বেনাপোল স্থলবন্দরে পণ্য জট ভয়াবহ আকার ধারণ করায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি বাণিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে। ধারণ মতার চার গুণ পণ্য বন্দর অভ্যন্তরে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বন্দরে জায়গা না থাকায় ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে ৫ হাজার পণ্যবোঝাই ট্রাক বাংলাদেশে প্রবেশের অপোয় রয়েছে। ফলে আমদানি বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বন্দর অভ্যন্তরে স্থানাভাবে পণ্য খালাসের দীর্ঘ সূত্রীতাকে দায়ী করছেন ব্যবসায়ীরা।

অবশ্য বন্দর কর্তৃপ বলছেন, করোনা মহামারির কারণে বন্দর দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর হঠাৎ করে আমদানি বাড়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঈদের আগে পরে ১০ দিন শুধুমাত্র ভারত থেকে পণ্য এসেছে। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরে পণ্য ডেলিভারি হয়নি। সরকারি বিধিনিষেধ, বর্ষা ও ফেরিঘাটের অবস্থা খারাপ হওয়ায় অনেক ব্যবসায়ী বন্দর থেকে পণ্য খালাস না নেয়ায় পণ্য জট বেড়েছে।

বেনাপোল স্থলবন্দরের উপপরিচালক (ট্রাফিক) মামুন কবির তরফদার বলেন, ভারত থেকে আগে প্রতিদিন ৪৫০ থেকে ৫০০ ট্রাক মালামাল বেনাপোল বন্দরে আসত। এখন এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫০টির মতো। বন্দরের জায়গা সঙ্কট ও যন্ত্রপাতি স্বল্পতার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে তিনি বলেন,এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ইতোমধ্যে ৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃহৎ দুটি ইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পণ্য ধারণ মতা বেড়েছে। ২৫ একর জায়গা আমরা অধিগ্রহণ করেছি। আরও সাড়ে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। শিগগিরই ২৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোলে কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল স্থাপনের কাজ শুরু হবে। করোনার কারণে কাজ একটু পিছিয়ে যাচ্ছে। এসব বাস্তবায়ন হলে এই বন্দরে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মতিয়ার রহমান বলেন,বেনাপোল বন্দরে জায়গা সঙ্কট দীর্ঘদিনের। আমরা বারবার জায়গা বাড়ানোর দাবি করলেও কেউ শুনছেন না। বন্দরে জায়গা সঙ্কটের কারণে ওপারে পেট্রাপোল বন্দরে কয়েক হাজার পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। বন্দরের আশপাশে বেসরকারিভাবে ওয়্যারহাউস নির্মাণ ও আইসিটি গড়ে তোলাটা এখন সময়ের দাবি।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, বেনাপোল স্থলবন্দর দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। পণ্যাগার, ইয়ার্ড ও জায়গার অভাবে বন্দরটি অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ধীরে ধীরে বন্দরটি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এই বন্দরকে আরও গতিশীল করতে প্রথমেই জায়গা সঙ্কট দূর করতে হবে। জায়গা সঙ্কটের কারণে অনেক পণ্য রাখা যাচ্ছে না। বেনাপোল বন্দরকে বাণিজ্যের উপযোগী করে তুলতে এর ধারণ মতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি নির্মাণ করতে হবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। বাড়াতে হবে পণ্য উঠা-নামার যন্ত্রপাতি। সরকার যদি দ্রুত পদপে গ্রহণ না করে তাহলে বন্দরটি শিগগিরই অচল হয়ে পড়বে, যোগ করেন তিনি।

বেনাপোল কাস্টম হাউসর কমিশনার আজিজুর রহমান বলেন,বন্দর থেকে পণ্য চালান খালাসের জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আমরা পূর্ণ পরিসরে স্বাভাবিক সময়ের মতো অফিস খোলা রেখেছি। দ্রুত পণ্য চালান খালাসের জন্য সব সময়ের জন্য প্রস্তুত আছি। আমদানি রপ্তানি ও রাজস্ব আয় বাড়াতে জোর চেষ্টা অব্যাহত আছে।

চামেলাবাজারে সেতুর নীচে উদ্ধারকৃত যুবক রামকৃষ্ণনগরের বাসিন্দা , শনাক্ত করেছেন তাঁর মা, খুনিদের শীঘ্র গ্রেফতারের দাবি

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : গতকাল মঙ্গলবার করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগর থানার অধীন চামেলাবাজারে সেতুর নীচে ভাসমান অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহের পরিচয় পাওয়া গেছে। নিহত যুবক রামকৃষ্ণনগরের কালিনগরবস্তির প্রয়াত বাদল পালের ছেলে বাপন পাল (২০)। জানা গেছে, গত রবিবার থেকে সন্ধানহীন ছিল বাপন। গতকাল অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে বাপনের মা আজ বুধবার করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালের মর্গে গিয়ে লাশ দেখে তাঁর গর্ভজাত ছেলেকে শনাক্ত করেছেন।

মা অনিতা পাল আশাকর্মী। নিতান্তই গরিব পরিবার। মৃত বাপনের বাবা বাদল পাল মুরগির দোকানে কাজ করতেন। তিনি বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। বাপন ও তার বড়ভাই বাসু পাল বেঙ্গালুরুতে বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করত। কিন্তু করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে মাসকয়েক আগেই বাড়িতে আসে দুই ভাই। রামকৃষ্ণনগর থানার ওসি এমএল থিয়েক জানান, আজ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ সমঝে নিয়ে এসেছেন বাপনের পরিবারের লোকজন। রামকৃষ্ণনগরের কালিনগরবস্তিতে এনে তার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

এদিকে কুড়ি বছরের তরতাজা যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে অসন্তোষ বিরাজ করছে। অনেকের ধারণা, বাপন পালকে অন্যত্র কোথাও খুন করে চামেলাবাজারে সেতুর নীচে রাতের অন্ধকারে ফেলে গা ঢাকা দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আবার কারোর ধারণা, রামকৃষ্ণনগর অঞ্চলে ইদানীং বেআইনি ড্রাগসের ব্যবসা ও অসামাজিক কার্যকলাপ দিনদিন বেড়ে চলেছে। পুলিশ প্রশাসনের নীরব ভূমিকার জন্যই এ ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে শান্তিপ্রিয় রামকৃষ্ণনগর এলাকায়। তাই এ ধরনের অনৈতিক কাজকর্ম ও ড্রাগস আসক্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের রামকৃষ্ণনগর প্রখণ্ডের সেবাপ্রমুখ তথা স্থানীয় কালীবাড়ি পরিচালন কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ দে ক্ষোভের সুরে জানান, গত কয়েক মাস থেকে ড্রাগসের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে রামকৃষ্ণনগর এলাকায়। এছাড়া চুরি ডাকাতি সহ অসামাজিক কার্যকলাপ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এলকায়। গত শনিবার কালীবাড়ির পাশে একাধিক বাড়িতে চুরির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। তিনি গোটা অসামাজিক কাজকর্মের জন্য পুলিশ প্রশাসনের গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন। পুলিশ প্রশাসনের নীরবতার দরুণ এ ধরনের অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ছে নবপ্রজন্মের যুবকরা। ফলে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে যুবসমাজ। আর এর ফলেই বাপন পালের মতো উদীয়মান যুবকদের করুণ পরিণামের ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন সরব না হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করছেন বিশ্বজিৎ দে। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকর্তারা ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়ে বাপন পালের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের দাবিতে রামকৃষ্ণনগর থানা, সার্কল অফিসারের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। বাপন পালের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত অপরাধী ও ইদানীংকালে চুরির ঘটনাবলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শিগগির গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে স্মারকপত্রে, জানান বিশ্বছিৎ দে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

ওসি এমএল থিয়েক জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। বাপন পালের আসল মৃত্যুরহস্য উদঘাটন হবে বলে জানিয়েছেন ওসি এমএল থিয়েক। বাপন পালের মৃত্যু রহস্য নিয়ে রামকৃষ্ণনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

তেজপুরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের উপস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪০ জন জওয়ানের প্লাজমা দান

তেজপুর (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উপস্থিতেতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪০ জন জওয়ান আজ তাঁদের প্লাজমা দান করেছেন। তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্লাজমা দানকারী সেনা জওয়ানদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। প্লাজমা দান কার্যসূচিতে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনীর চতুর্থ কোরের জিওসি লে. জেনারেন শান্তনু দয়াল। বুধবারের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্লাজমা দানকারী সেনা জওয়ানদের সংবর্ধনা জানিয়ে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। জওয়ানদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, আজের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। কেননা ১৫-২০ দিনের প্রস্তুতিতেই স্বাস্থ্য দফতর তেজপুরে প্লাজমা শিবির শুরু করেছে এবং এর প্রথম দিনই সেনাবাহিনীর ৪০ জন জওয়ান অসমের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য যে অবদান রেখেছেন তাতে রাজ্যবাসী চিরকৃতজ্ঞ। মন্ত্রী বলেন, প্লাজমা দান করা অত্য প্রয়োজন। করোনাকে পরাস্ত করতে হলে এর বিকল্প নেই। একজন কোভিড রোগী আইসিইউতে ভরতিকালীন তাঁর প্লাজমার হয়। এই প্লাজমায় রোগীরা সুস্থ হয়ে উঠেন। আজকের অনুষ্ঠানে প্লাজমা দান করেছেন শোণিতপুর জিলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বহী আধিকারিক দিগন্ত বৈশ্য, ইক্রামুল হুসেন এবং জনৈক পুরুজিৎ নাথ। পুরুজিৎ অতি সম্প্রতি প্লাজমা থ্যারাপির ফলে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়েছেন। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে এই প্রথম প্লাজমা দান করা হয়েছে।

বাংলাদেশকে সবসময়ই অগ্রাধিকার দেয় ভারত : হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, ভারত এখন কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন তৈরির ভালো পর্যায়ে রয়েছে। আর এই ভ্যাকসিনটি তৈরি হয়ে গেলে বন্ধু, অংশীদার এবং প্রতিবেশী দেশগুলোই অগ্রাধিকার পাবে।

বুধবার (১৯ আগস্ট) রাজধানীর এক হোটেলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সাথে বৈঠক শেষে ঢাকা সফররত ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেন, "বাংলাদেশকে আমরা সবসময়ই অগ্রাধিকার দেই।"

ভ্যাকসিন উৎপাদনে ভারতের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে শ্রিংলা বলেন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভারত কী করছে সে সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ভারতের মতো বাংলাদেশের জনসংখ্যাও অনেক। তাদেরকেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদপে গ্রহণ করা উচিত। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বলেন, সৌভাগ্যক্রমে দুদেশেই মৃত্যুর হার কম এবং সেরে ওঠার হার বেশি। এর আগে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছিলেন, দেশে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দ্রুত নিয়ে আসার সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হবে এবং এমন ভ্যাকসিনই আনা হবে যা বাংলাদেশের জন্য নিরাপদ এবং উপকারী হবে। মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমরা সম্ভাব্য সব বিকল্পগুলো দেখবো এবং যে ভ্যাকসিন আমাদের জন্য নিরাপদ এবং উপকারী হবে সেটার জন্য প্রচেষ্টা চালাবো।"

শ্রিংলা বলেন, কোভিড-১৯ চলাকালীন সময়ে হয়ত খুব বেশি যোগাযোগ হয়নি তবে আমাদের সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে হবে। 'আমাদের মধ্যকার দৃঢ় দ্বিপাকি সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে' উল্লেখ করে শ্রিংলা আরও বলেন, তিনি মূলত এই বিষয়টির জন্য বাংলাদেশে এসেছেন।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের জন্য বাংলাদেশ চীন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ করছে। বুধবারের বৈঠকে তারা দুদেশের সম্পর্ক কীভাবে আরও উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। কোভিড-১৯ মোকবিলায় নেওয়া পদেপর বিষয়ে তারা একে অপরকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ট্রান্সশিপমেন্ট ও রেলওয়ে সহযোগিতার বিষয়ে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে এবং ৫এত্র আরও কী কী করা যায়, সে বিষয়ে দুই দেশ আলোচনা করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাঠানো বার্তা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পৌঁছে দিতে মঙ্গলবার দুইদিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

শ্রিংলা ঢাকায় পৌঁছানোর পরে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন জানিয়েছে, পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার ঢাকা সফরে দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পরে শ্রিংলা গত মার্চ মাসে ঢাকা সফর করেন। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গত কয়েকমাস ধরে দুদেশের মধ্যে দ্বিপীয় সফরের ফাটল তৈরি হয়েছে। তবে, কার্যত দুটি দেশই ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিল এবং পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে "তিকর" গল্প নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে তাদের সম্পর্ককে "অত্যন্ত গভীর" বলেও বর্ণনা করেছে ভারত। সম্প্রতি ভারতের নয়াদিল্লিতে ভার্চুয়াল সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, ''আমরা নিশ্চিত যে উভয় পই পারস্পরিক সংবেদনশীলতা এবং সম্পর্কেররে ত্রে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়ানোর বিষয়ে গুরুত্ব দেয়।"

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে "রক্তের সম্পর্ক" বলে অভিহিত করেছেন এবং বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ককে "অর্থনৈতিক সম্পর্ক" বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এস জয়শঙ্করের সাম্প্রতিক বক্তব্যের বিষয় উল্লেখ করে অনুরাগ শ্রীবাস্তব বলেন, "বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্ক এই অঞ্চলে ভালো প্রতিবেশী সম্পর্কের রোল মডেল।"

শেখ হাসিনার সাথে শ্রিংলার সাাৎ: দ্বিপাকি সম্পর্ক এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাাৎ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাতে সাাৎ করেছেন তারা। এসময় দু''দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার উপায় নিয়েও আলোচনা করেন তারা।

দু''দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে উভয় পরে অঙ্গীকার রয়েছে উল্লেখ করে একজন ভারতীয় কর্মকর্তা বলেছেন, ''হ্যাঁ, বৈঠকটি হয়েছে।"এছাড়া, করোনাভাইরাস মহামারিকালে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে উভয়পরে মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে: ইনু

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা হাসানুল হক ইনু বুধবার ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলার সাথে সাাৎ করেছেন এবং পারস্পরিক স্বার্থের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১৯৭১ সাল থেকে ভারতকে 'পুরানো এবং পরীতি বন্ধু' হিসেবে অভিহিত করে ইনু বলেন, এটি পুরানো বন্ধু শ্রিংলার সাথে একটি বৈঠক ছিল।

শ্রিংলার বর্তমান সফরকে 'অর্থবহ' হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমান সরকারের আমলে আরও গভীর হচ্ছে।

রাজধানীর একটি হোটেলে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের সাথে আলাপকালে ইনু বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে দু''দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক অনেক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সার্ক নেতাদের ভার্চুয়াল সভার কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, দণি এশিয়ার উন্নয়নে ভারত ও বাংলাদেশ কাজ করছে। এর আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাাৎ করে দু''দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করা শ্রিংলা চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রসচিব হিসাবে তিনি এ বছর মার্চ মাসে প্রথম ঢাকা সফর করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাাৎ করেন।

ভ্যাকসিন নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন শ্রিংলা: আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা এবং এর ভ্যাকসিন কীভাবে দ্রুত বাংলাদেশ পেতে পারে-সে বিষয়ে আলোচনা করতে মূলত ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশে এসেছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় রয়েছে বলেও জানান তিনি।

বুধবার (১৯ আগস্ট) সকালে সিলেটের জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, করোনাভাইরাস পরবর্তীতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হচ্ছে। এই অবস্থায় কীভাবে দ্বিপাকি বাণিজ্য বৃদ্ধি করবো সে বিষয়েও আলোচনা হবে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাকি অনেক সমস্যা আছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় সেই সব সমস্যারও সুন্দর সমাধান হবে।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রবাসী শ্রমিকদের অসুবিধা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের ব্যাপারে সরকার প্রথম থেকেই যোগাযোগ রাখছে। সেসব দেশের সঙ্গে কথা হয়েছে। অনেক দেশ প্রবাসীদের কয়েক মাসের বেতনও দিয়েছে। প্রবাসীরা অধিকাংশই বেসরকারি কাজ করেন। তাই তারা বসিয়ে বেতন দিতে পারছে না জানালে আমরা আমাদের নেওয়া ব্যবস্থার কথা জানাই।

দেশে এসে আটকা পড়া মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদের বিষয়ে তিনি বলেন,তাদের ভিসার মেয়াদ বিনামূল্যে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সেসব দেশের সাথে কথা হয়েছে। শুধুমাত্র আরব আমিরাতেররে ত্রে তারা নতুন নিয়ম চালু করায় পারা যাচ্ছে না।

শ্রিংলার সফরের উদ্দেশ্য জনগণের সামনে প্রকাশ করুন:বিএনপি

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৯।। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা 'বন্ধুত্বের সংস্কার করতে নাকি অন্য কোনো কারণে' এসেছেন সরকারকে তা জনগণের সামনে প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন,ভারতের পররাষ্ট্র সচিব যে কোনো সময় আমাদের দেশে আসতে পারেন। তবে তিনি কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন তা অজানা রয়ে গেছে। তারা কী আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানি না। আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখেছি যে তিনি বন্ধুত্বের দুর্বলতা সংস্কার করতে এসেছেন।

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

বিএনপির এ নেতা বলেন, সরকার কী আলোচনা করেছে এবং দেশের অবস্থান কী তা জনগণকে জানিয়ে দেয়া তাদের দায়িত্ব। আমরা আশা করব, তিনি (শ্রিংলা) পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কী বলেছেন, সরকার জনগণকে সব বিষয় অবহিত করে তাদের অধিকার রা করবে।

মঙ্গলবার দুদিনের সফরে আসার পরে ঢাকার ভারতীয় হাই কমিশন বলেছে, পররাষ্ট্র সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থ ও সহযোগিতার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সেগুলো এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল বলেছেন, অতীতে সরকার মানুষকে অন্ধকারে রেখে ভারতের সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং অনেক চুক্তি স্বার করেছে। এখনও সেসব চুক্তির কোনো কিছু প্রকাশ করা হয়নি।

বুধবার আগরতলা টিওয়াইএফ এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শুধুমাত্র সংগঠন নয়, মতাদর্শ নিয়ে চর্চা করতে হবে : তথাগত রায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): মেঘালয়ের রাজ্যপালের পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতেই ফিরতে চলেছেন দক্ষ প্রশাসক, অভিজ্ঞ রাজনীতিক তথাগত রায়। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে এবার কী তাহলে গুরুদায়িত্ব পেতে চলেছেন তথাগত রায়? অভিজ্ঞ এই নেতা জানিয়েছেন, ''অনেকদিন আগেই বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়েছি দলের হয়ে কাজ করব। কী করব, দলই তা ঠিক করবে।'' মেঘালয়ের রাজ্যপালের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার প্রাক্কালে তথাগত রায়ের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর প্রতিনিধি অশোক সেনগুপ্ত। ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর সঙ্গে আলোচনায় ছাত্রজীবন থেকে কর্মজীবন, রাজনীতিতে হাতেখড়ি সমস্ত বিষয়ে অকপটেই বলেছেন তথাগত রায়।

হিন্দুস্থান সমাচার: আপনার ছেলেবেলা বা ছাত্রজীবনের কথা প্রথমে সংক্ষেপে একটু বলুন।

তথাগত রায় : আমার জন্ম কলকাতায়। বাবা কাজ করতেন যাদবপুরের অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টসে। শৈশবে হার্টলে স্কুলে বছর দুই পড়ার পর সেন্ট লরেন্সে। হায়ার সেকেন্ডারিতে ষষ্ঠ স্থান পাই। এর পর শিবপুরের বিই কলেজ। ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসে (আইইএস) সর্বভারতীয় পর্যায়ে ছিল পঞ্চম স্থান পাই।

হিন্দুস্থান সমাচার: কর্মজীবন কোথায় কেটেছে?

তথাগত রায় : রেলে, নির্দিষ্ট করে বললে মূলত কলকাতা মেট্রোয়। ঐচ্ছিক অবসর নিয়ে যোগ দিই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায়। সেখানে কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় আমার হাত ধরে।

হিন্দুস্থান সমাচার: রাজনীতির হাতেখড়ি কবে, কীভাবে হয়েছিল?

তথাগত রায় : ১৯৮৬-তে যোগ দিই আরএসএস-এ। তার পর ১৯৯০-এ বিজেপি-তে। ২০০২ থেকে ২০০৬ ছিলাম দলের রাজ্য সভাপতি।

হিন্দুস্থান সমাচার: সে সময়ে আপনাকে কতটা বা কী ধরণের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল?

তথাগত রায় : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি বরাবরই পোলারাইজড। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পার্টির স্থান নেই। আমি যে সময়টায় রাজ্যের বিজেপি-সভাপতি, সিপিএম ও তৃণমূল ছিল এক ও দু'নম্বর পার্টি। রাজনীতিতে জায়গা পেতে তাই খুবই সমস্যা ছিল এই সঙ্গে ছিল দলের কিছু সমস্যা।

হিন্দুস্থান সমাচার: এখন এ রাজ্যের বিজেপি-সভাপতির কাছে পরিবেশ কি আরও প্রতিকূল, না অনুকূল?

তথাগত রায় : অবশ্যই হাজার গুন অনুকূল। সিপিএম, কংগ্রেসে নেতৃত্বের অভাব। বিজেপি প্রবলভাবে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: শোনা যাচ্ছে আপনি এ রাজ্যের বিজেপি-সভাপতির পদে আসতে পারেন? এটা কতটা সত্য?

তথাগত রায় : এ রকম কোনও কথা জানা নেই। আমার রাজ্যপালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। করোনার আবহে আমি এই দায়িত্বে এখনও আছি। উত্তরসূরী ঠিক হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন আগেই বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়েছি দলের কাজ করব। কী করব, দল তা ঠিক করবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র অন্তর্দন্দ্ব একটা আলোচনার বিষয়। এটা থেকে পরিত্রাণের সঠিক পথ কী বলে আপনার মনে হয়?

তথাগত রায় : বিজেপি-র মতাদর্শের ওপর জোর দিতে হবে। শুধু সংগঠন নিয়ে থাকলে চলবে না।

হিন্দুস্থান সমাচার: তার মানে দল পশ্চিমবঙ্গে ঠিকমত চলছে না?

তথাগত রায় : না। সে কথা বলিনি। তবে, দলে মতাদর্শ নিয়ে চর্চা করতে হবে। কেবল সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামানোর ফলে ব্যক্তিস্বার্থ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র জয়ী হওয়ার আশা কতটা?

তথাগত রায় : ৬০ শতাংশের ওপর। তবে, ঠিকমত দল চালাতে হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: জিতলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন বলে আপনার ধারণা?

তথাগত রায় : এ নিয়ে কোনও ধারণা নয়। নেতৃত্ব ঠিক করবে।

হিন্দুস্থান সমাচার: আপনি তো বেশ কিছুদিন ধরে উত্তর-পূর্বকে খুব কাছ থেকে দেখছেন। এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র কি যথেষ্ট উদ্যোগী হতে পেরেছে?

তথাগত রায় : নিশ্চয়ই। উত্তর-পূর্বর এক একটি অঞ্চলে এক একরকম সমস্যা। কেন্দ্র সমাধানের চেষ্টা করছে। যথাসম্ভব বিনিয়োগ হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: ত্রিপুরায় বাম রাজত্বের অপসারণের পর ওই রাজ্যে অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে?

তথাগত রায় : অবশ্যই। ত্রিপুরায় বাম রাজত্বের অপসারণ হয় ২০১৮-র মার্চ মাসে। সে বছর আগস্ট পর্যন্ত আমি ত্রিপুরার রাজ্যপাল ছিলাম। এর পর প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য কাজের তাৎক্ষণিক খতিয়ান দিতে পারব না। তবে, অনেক কাজ হয়েছে বা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান সমাচার: একটা অভিযোগ, আপনার মন্তব্য করে কিছু সময় অনেককে আহত করেন। কেউ কেউ তা অশালীন বলেও অভিযোগ তুলেছেন। আপনার মত মর্যাদাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তির বাক্যচয়নে আরও সংযত থাকা উচিত বলে মনে করেন অনেকে। আপনার কী মত?

তথাগত রায় : নির্দিষ্ট অভিযোগ দিতে পারলে উত্তর দিতে সুবিধা হত। তবে, আমি কোনও অশালীন মন্তব্য করিনি। আমি যুক্তি দিয়ে তর্ক করি। তাতে কেউ আহত হলে আমার কিছু করার নেই।

যা দেওয়ার দিয়েছি, যা পাওয়ার পেয়েছি

২০১৩ সালে হলিউডের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক গোনা ও সর্বোচ্চ অর্থ উপার্জনকারী নারী তারকা তিনি। ২৬ বছর হেঁটেছেন হলিউডের রাস্তায়। সময়মতো হলিউডকে বিদায় বলতেও এতটুকু দ্বিধা করেননি। ভেবেছিলেন, চিরকুমারী থেকেই জীবন কাটাবেন। কিন্তু বিয়াল্লিশে এসে ঠিকই বলেছেন 'আই ডু'। বলছি চার্লিস অ্যাঞ্জেলস, ভ্যানিলা স্কাই, দেয়ারস সামথিং আবাউট মেরি, অ্যানি শ্রেকখ্যাত ক্যামেরন ডিয়াজের কথা।

ক্যামেরনের প্রেমিক পুরুষের তালিকা ছোট নয়। প্রেম করেছেন ভিডিও প্রযোজক কার্লোস ডে লা টোর, অভিনেতা ম্যাট ডিলন, অভিনেতা-গায়ক জেয়ার্ড লেটো, গায়ক-অভিনেতা জাস্টিন টিম্বারলেক ও বেসবল খেলোয়াড় অ্যালেক্স রড্রিগেজের সঙ্গে। তবে শেষ পর্যন্ত মালা পরিয়েছেন গায়ক-গিটারবাদক বেনজি ম্যাডেনকের গলায়। বেনজি ও ক্যামেরন দম্পতির ঘরে ২০২০ এর জানুয়ারিতে জন্ম নিয়েছে কন্যাসন্তান। নতুন মাতৃত্ব, সংসার নিয়ে ভালোই সময় কাটছে ক্যামেরনের। সম্প্রতি ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে উঠে এল নানা কথা।

২০১৮ সালে হলিউডকে বিদায় জানানো নিয়ে ক্যামেরন বলেন, 'আমি অন্যদের মতো না যে আলোচনায় থাকার জন্য বিদায় নিচ্ছি। আবার নতুন ছবির ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় আসব। আমার মনে হয়, হলিউডকে আমার যা দেওয়ার তা দিয়েছি। হলিউড থেকেও যা পাওয়ার তা পেয়েছি। সত্যি কথা বলতে কী, হলিউড থেকে বিদায় নিয়ে আমি শান্তি পেয়েছি। সুখী হয়েছি।'

ক্যামেরন আরও বলেন, 'মাল্টি মিলিয়ন ছবি করায় নাম আছে, খ্যাতি আছে। কিন্তু এর যে মানসিক চাপ, তা আপনার জীবন থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেবে, স্বস্তি দেবে না। মাসের পর মাস আপনার দিনের ১২ ঘণ্টা প্রযোজক, পরিচালকেরা কিনে নিয়েছেন। আর এভাবেই আপনার বয়স বাড়তে থাকে। নিজেকে সময় দেওয়ার কোনো সময় থাকে না। এসবের মাঝে যদি এক মুহূর্ত সময় মেলে, তাহলে মনে হবে, অর্থ—নাম—খ্যাতির নামই কি জীবন? হৃদয় নীরবে চিৎকার করে জানান দেবে, না। ২৪ ঘণ্টা মিডিয়া আপনাকে চোখে চোখে রাখে। এই জীবনকে বিদায় বলে আমি নতুন জীবনে শান্তি পেয়েছি।'

অভিমানে দূরে সরে গেলেন সোনাক্ষী

এক বুক অভিমান নিয়ে নিজেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বেশ কিছু দিন আগেই দূরে সরিয়ে নিয়েছেন সোনাক্ষী সিনহা। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর বারবার উঠে আসে বলিউডে স্বজনপ্রীতির কথা। তাই তারকা সন্তানদের ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকেন নেটিজেনরা। সোনম কাপুর, জাহ্নবী কাপুর, আলিয়া ভাটসহ অসংখ্য তারকা সন্তানকে নানাভাবে হেনস্তা করা হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বলিউড সুপারস্টার শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা হিসেবে সোনাক্ষী নেটিজেনদের নিশানায় চলে আসেন। তাঁকেও ক্রমাগত আক্রমণ করতে থাকেন ট্রোলাররা। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে সব রকম পাট চুকিয়ে দিয়েছেন এই বলিউড নায়িকা। এবার তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুললেন।

'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে বারবার ট্রোলিংয়ের শিকার হতেন সোনাক্ষী। তাই বিরক্ত হয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেনতিনি। কিছুদিন আগেই এই বলিউড অভিনেত্রী টুইটারকে টাটা বাই বাই করেছেন। আর ইনস্টাগ্রামে 'কমেন্ট সেকশন' বন্ধ রেখেছেন। তাই এখন সব ধরনের নেতিবাচক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন সোনাক্ষী। আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে নিজেকে দূরে রেখে ভীষণ খুশি বলে জানালেন শত্রুঘ্নকন্যা। এ প্রসঙ্গে সোনাক্ষী বলেন, 'টুইটার এখন খেলার মাঠ হয়ে গেছে। এখানে মানুষ যেকোনো বিষয়ের ওপর যা তা মন্তব্য করে। আমরা এখন ইন্টারনেটে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কাটাই। এর প্রভাব পড়ছে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে। তাই আমি এসব কিছু থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাকে জীবনে আরও ভালো কিছু করতে হবে। তবে আমার কোনো অভিযোগ নেই। ইনস্টাগ্রামে আমি আমার কমেন্ট সেকশন বন্ধ করে রেখেছি।'

'স্বজনপ্রীতি নিয়ে সোনাক্ষীকে হরহামেশাই নানান কটূক্তি শুনতে হতো। এবার এ বিষয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। সোনাক্ষী বলেছেন, 'কোনো মানুষই নিজের সম্পর্কে কটু কথা শুনতে পছন্দ করে না। এই ইস্যুটাকে নিয়ে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আর অনেককেই দেখেছি রাগে ফুসতে। তারকা সন্তানেরাও অন্যদের মতো পরিশ্রম করেন। আর দর্শকই তাঁদের স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাঁরা প্রাপ্য সম্মান পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাঁদের ওপর আক্রমণ করা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার।'

সোনাক্ষী আরও বলেন, 'একটা ফিল্মি পরিবার আপনাকে প্রথম পরিচয়, প্রথম সুযোগ, প্রথম অডিশন এবং প্রথম ছবি দিতে পারে। কিন্তু এরপর কী? কেউ কারও ক্যারিয়ার গড়তে বা নষ্ট করতে পারে না। এই ক্ষমতা কেবল দর্শকের হাতেই থাকে। আজ আমরা এইখানে পৌঁছেছি, কারণ দর্শক আমাদের গ্রহণ করেছে। এখানে ''ইনসাইডার'' বা ''আউটসাইডার'' বলে কিছু নেই। তাই দর্শক কাকে গ্রহণ করবে বা কাকে ছুড়ে ফেলে দেবে, তা একান্ত তাদেরই ব্যাপার। অযথা তারকা সন্তানদের আক্রমণ করা খুবই দুঃখজনক বিষয়।'

ফিল্মি পরিবারের কন্যা হয়েও সোনাক্ষীকে প্রতিষ্ঠা পেতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমার জন্য বাবা কোনো দিন কাউকে ফোন করেননি। তাই আজ আমি যা অর্জন করেছি, তা কেবল নিজের পরিশ্রমের জোরে।'সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত 'ভুজ: দ্য প্রাইড অব ইন্ডিয়া' ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে। সোনাক্ষী ছাড়া এই ছবির মূল দুটি চরিত্রে আছেন অজয় দেবগন এবং সঞ্জয় দত্ত। ছবিটি ডিজনি প্লাস হটস্টারে মুক্তি পাবে।

সুশান্তের স্মরণে ৫৫০ পরিবারকে খাওয়াবেন ভূমি

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে বলিউডের ঝড় যেন থামছেই না। এদিকে 'স্বজনপ্রীতি'র অভিযোগের তীর বুকে নিয়ে রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর। অন্যদিকে সুশান্তের স্মরণে ৫৫০ পরিবারকে একবেলা খাওয়াবেন সহকর্মী ভূমি পেড়নেকার।১৪ জুন উপমহাদেশের বিনোদন দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলেই নীরবে-নিভৃতে এক বুক হতাশা আর বিষণতা নিয়ে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। সুশান্ত আর ভূমি একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'শোনচিড়িয়া' ছবিতে। ৩০ বছর বয়সী ভূমি পেড়নেকার সুশান্তের মৃত্যুতে তাঁর সম্মানে আর্থ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে একটি ভোজের আয়োজন করবেন। ৫৫০ পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সেখানে।৫৫০ পরিবারের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ভারতীয় অভিনয়শিল্পী, পরিচালক ও প্রযোজক অভিষেক কাপুরের স্ত্রী প্রজ্ঞা কাপুর ও বলিউড তারকা ভূমি পেড়নেকার আর্থ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা। পাঁচ ঘণ্টা আগে ভূমি পেড়নেকার ইনস্টাগ্রামে সুশান্ত সিং রাজপুতের ছবি—সংবলিত একটি পোস্ট দিয়ে সুশান্তের স্মরণে এই ভোজের কথা জানান। ভূমি লেখেন, 'সুশান্তের চমৎকার স্মৃতি স্মরণে আমরা সাড়ে পাঁচ শ দরিদ্র পরিবারকে একবেলা খাওয়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। আমাদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই ভোজের আয়োজন সম্পন্ন হবে। আসুন, আমরা একে অন্যের প্রতি আরও সহমর্মিতা প্রদর্শন করি। ভালোবাসা ছড়াই। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে এটি আরও বেশি জরুরি।'

'মাস্ক পরুন, ধৈর্য ধরুন'

গ্র্যামিজয়ী ব্রিটিশ কণ্ঠশিল্পী অ্যাডেলের নতুন অ্যালবামের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু করোনার কারণে এ বছর তাঁর অ্যালবামটির প্রকাশ হয়ে পড়েছে অনিশ্চিত। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ভক্তের মন্তব্যে সাড়া দিয়ে সে রকম ইঙ্গিত দিয়েছেন এই শিল্পী।লকডাউনে ঘরে বসে বই পড়ছেন শিল্পী অ্যাডেলে। সম্প্রতি পড়া একটি অসাধারণ বইয়ের কথা ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন তিনি। মার্কিন লেখিকা গ্লেনন ডয়েলির লেখা আনটেমড বইটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'বইটি মস্তিষ্ক নাড়িয়ে দেবে, হৃদয় কাঁদিয়ে দেবে।' সেখানে এক ভক্ত লিখেছেন, 'অ্যালবামের খবর কী?' প্রত্যুত্তরে অ্যাডেলে লিখেছেন, 'আমার সত্যিই কোনো ধারণা নেই।'করোনার দমক প্রায় সামলে নিয়েছে পৃথিবী। এরই মধ্যে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে নতুন গান। কিন্তু অ্যাডেলের অ্যালবাম এখনই প্রকাশিত হচ্ছে না। ঠিক পাঁচ বছর আগে টোয়েন্টি ফাইভ অ্যালবামটি দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। তার ঠিক পাঁচ বছর আগে বের হয় তাঁর আরেক অ্যালবাম টোয়েন্টি ওয়ান। কথা ছিল, পাঁচ বছরের ব্যবধানে ২০২০ সালেই আসবে তাঁর নতুন অ্যালবাম।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘনিষ্ঠ বন্ধু লরা ডকরিলের বিয়েতে গাইতে গাইতেই জানিয়েছিলেন, সেপ্টেম্বর মাসে নতুন অ্যালবাম বেরোবে। কিন্তু করোনাভাইরাসের থাবা পৃথিবীর যাবতীয় পরিকল্পনা ভন্ডুল করে দিয়েছে।গত জুন মাসে সংগীত পরিবেশনের একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন অ্যাডেলে। এক উৎসুক ভক্ত সেখানে জিজ্ঞেস করেন, 'টিজার নাকি? অ্যালবাম কি আজই আসছে? এক্ষুনি বলুন!' প্রত্যুত্তরে অ্যাডেলে বলেন, 'অবশ্যই না। করোনা এখনো শেষ হয়নি। আমি কোয়ারেন্টিনে। মাস্ক পরুন এবং ধৈর্য ধরুন।

'অ্যাডেলের নতুন অ্যালবাম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাঁর ব্যবস্থাপক জনাথন ডিকিনস মিউজিক উইককে জানিয়েছেন বিলম্বের কথা।

তিনি বলেন, 'অ্যালবামটি পূর্বনির্ধারিত সময়ে বের হবে না, যখন হওয়ার তখনই হবে। অ্যালবাম প্রস্তুত হলেই জানানো হবে। তবে কোনো তারিখ দেওয়া যাবে না। মিউজিক শেষ, টুকটাক কাজ এখনো বাকি।'

বুধবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

৩১টি শহরে ট্রাইবস ইন্ডিয়া অন হুইলস মোবাইল ভ্যানের সূচনা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : করোনা মহামারীর এই সঙ্কটের সময়ে জনসাধারণ যতটা সম্ভব নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছেন। 'গো ভোকাল ফর লোকাল' এই মন্ত্র অনুসরণ করে ট্রাইসেড 'গো ভোকাল ফর লোকাল গো ট্রাইবাল' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বুধবার এক সরকারি অনুষ্ঠানে একথা বলেন কেন্দ্রীয় আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুষ্ঠানে বলেন, 'ট্রাইসেড' এই সময়ে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ-বর্ধক পণ্য সামগ্রী সহ অন্যান্য জৈব চাষে উৎপাদিত পণ্য মানুষের দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে। আমেদাবাদ, এলাহাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, ভূপাল, চেন্নাই, কোয়েমবাতোর, দিল্লী, গুয়াহাটি, হায়দ্রাবাদ, জগদলপুর, খুন্তি, মুম্বাই, রাঁচি সহ বেশ কয়েকটি শহরে ৫৭টি মোবাইল ভ্যানে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করা হবে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেছেন, মহামারীর এই সময়ে আদিবাসী মানুষরা যে সংকটে পড়েছেন সেই অবস্থায় তাঁদের সাহায্য করার জন্য এই ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মোবাইল ভ্যানের সাহায্যে ট্রাইসেড আদিবাসীদের উৎপাদিত পণ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। বিক্রি হওয়া সামগ্রীর লভ্যাংশ আদিবাসীদের জীবন-জীবিকায় সহায়ক হবে।দফতরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি রেনুকা সিং সারুতা এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 'ট্রাইফেড'-এর চেয়ারম্যান রমেশ চাঁদ মিনা সহ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

রেণুকা সারুতা জানিয়েছেন, ট্রাইসেডের এই উদ্যোগে শহরাঞ্চলের মানুষ ঘরে বসেই ওই সব উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী পেয়ে যাবেন। মিনা বলেছেন, মহামারীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী শিল্পী এবং বনবাসীরা এই উদ্যোগে উপকৃত হবেন। মোবাইল ভ্যানের সাহায্যে জৈব চাষে উৎপাদিত হলুদ, শুকনো আমলকি, বনে উপাদিত মধু, গোলমরিচ, রাগী, ত্রিফলা সহ বিভিন্ন দানাশস্য বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই মহামারীর কারণে হঠাৎ লকডাউন ঘোষণার ফলে আদিবাসী শিল্পীদের উৎপাদিত কোটি কোটি টাকার জিনিস বিক্রি হচ্ছিল না। ট্রাইফেড, ট্রাইবস ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট সহ অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো অনলাইন ব্যবস্থাপনাতে এগুলি বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে। এই পদ্ধতিতে দেশের ৫ লক্ষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন।

জৈব চাষে হাসি ফুটবে কৃষকদের মুখে : রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.): ভারত সহ গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ হচ্ছে জৈব চাষ। একে যতদিন না কৃষকরা আপন করে নেবে ততদিন পর্যন্ত তাদের মনে আনন্দ আসবে না। বুধবার বাড় জেলার কিষান মোর্চার আভাসি সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। তিনি জানিয়েছেন, উৎকৃষ্ট কর্মের মধ্যে কৃষিকাজ অন্যতম। কিন্তু বর্তমানে কৃষকরা দুঃখের মধ্যে দিনযাপন করছেন। এর বড় কারণ হচ্ছে কৃষিতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরচ অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু কৃষকেরা প্রকৃত দাম পাচ্ছেন না।এর মূল কারণ হচ্ছে কৃষকেরা পরম্পরাগত কৃষি কাজ পরিত্যাগ করেছে। বীজ, রাসায়নিক কীটনাশক, রাসায়নিক খাদ এবং শ্রমিকের উপর বেশি খরচ করতে হয়। এই খরচগুলোকে কম করতে হবে। এদিনের সম্মেলনে মগধি ভাষায় বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

এদিন তিনি বলেন, পরম্পরাগত পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করলে কৃষকদের দ্বিগুণ আয় হবে। নিজের বীজ, খাদ, জৈবিক কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত। এতে করে ফসলের পরিমাণ বাড়বে এবং বাড়তি খরচ কমবে। গরুর গোবর এবং মূত্র দিয়ে কি করে কীটনাশক তৈরি করতে হয় তার ব্যাখ্যা কৃষকদের কাছে করেছেন রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কৃষির মেলবন্ধন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, শিব ঠাকুরের মাথায় দেওয়া বেলপাতা, ভাং, ধুতরো এবং যে ফুল দেওয়া হয় র মনে রাখতে হবে পাতার গন্ধ শুঁকে সেই পাতা যদি গরু না চিবোয় তবে সেই পাতা দিয়ে কীটনাশক তৈরি করা যেতে পারে। এতে করে ফসল ভালো হবে এবং টাকাও বাঁচবে। পাশাপাশি সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।জৈব চাষের দ্বারা তৈরি হওয়া ফসল সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হয়। বাড়িতে দেশি গরু পুষলে তার থেকে পাওয়া গোবর এবং মূত্র দিয়ে সার তৈরি করা উচিত। কৃষকরা এমন করলে অতি সহজেই সার পাবে।তার সঙ্গে বাড়িতে খাওয়ার জন্য গরুর দুধ এবং ঘিও পাওয়া যাবে।আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কিভাবে কৃষিকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কৃষকদের সিড়ি পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।এই পদ্ধতি ইউনিসেফ এর দ্বারা স্বীকৃত এবং গোটা বিশ্বের একাধিক দেশ এই পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে চলেছে। ভালো সবজি ফলনের জন্য কৃষকদের মাল্টি লেয়ার ফার্মিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন এখানে একসাথে একই খেতে পাঁচ ধরণের সবজি ফলানো যায়। মাটির তোলায় আলু, ওল, কচু, আদা, হলুদ লাগানোর পর জমির উপরে নাইট্রোজেন যুক্ত ফসল যেরকম শাখ, ধনেপাতা, লাতুর যুক্ত ফসল ফলন করা যেতে পারে।এছাড়া দূরত্ব বজায় রেখে পেঁপে ফোলানো যেতে পারে।

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা আরও জানিয়েছেন, "পরম্পরাগত কৃষি কাজ না করলে কৃষকদের দুঃখ কোনও দিন দূর হবে না।বীজ এবং রাসায়নিক সার বিক্রয়কারী কোম্পানীগুলির উপর নির্ভরশীল থাকলে কৃষকদের দুঃখ কোনদিন দূর হবে না।এই নির্ভরতাকে ত্যাগ করে আত্মনির্ভর হতে হবে। নিজের বীজ, নিজের জৈবিক সার, দেশি কীটনাশক কৃষি কাজে ব্যবহার করা উচিত। কৃষকদের পরিশ্রমের জন্যই করোনায় অনাহারে কারো মৃত্যু হয়নি।

করোনার নমুনা পরীক্ষায় নাগাল্যান্ডে ব্যয় ১৭.১৬ কোটি টাকা

কোহিমা, ১৯ আগস্ট (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় নাগাল্যান্ডে নমুনা পরীক্ষা কাতে ১৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। মোট ৩১, ১২৪টি আরটি-পিসিআর এবং ২১, ০১৫টি নমুনা টুনেট-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। অবশ্য তাতে পরিবহণ ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য খরচ যুক্ত করা হয়নি। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সহ-অধিকর্তা ডা. কিকা লংকুমের।

তিনি জানান, নাগাল্যান্ডে করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাতে করোনা আক্রান্তের সন্ধানে নমুনা পরীক্ষায় কোনও খামতি রাখা হচ্ছে না। তাঁর দাবি, আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ১৪ কোটি টাকা এবং টুনেট পরীক্ষায় ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এখন পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ৫২, ১৩৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে ৩১,১২৪টি আরটি-পিসিআর এবং ২১,০১৫টি নমুনা টুনেট-এর মাধ্যমে পরীক্ষা রয়েছে।

সহ-অধিকর্তা ডা. কিকা লংকুমের জানান, একটি আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ৪,৫০০ টাকা এবং টুনেট পরীক্ষায় ১,৫০০ টাকা খরচ হয়। সেই হিসাবে মোট ব্যয় ১৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজারের গণ্ডি পার করে ফেলেছে। অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন। তবে, নমুনা পরীক্ষায় গতি একই রাখা হবে বলে স্বাস্থ্য দফতরের পদস্থ আধিকারিকরা আশ্বস্ত করেছেন।

পাট চাষের উন্নতির জন্য দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মধ্যে মৌ চুক্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জাতীয় সিডস কর্পোরেশনের প্রশংসা করে বলেন এর বীজগুলির গুণগত মান খুবই ভালো। দামও তুলনামূলকভাবে কম। ফলে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা। বুধবার জাতীয় সিডস কর্পোরেশনের সঙ্গে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং বস্ত্র এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী স্মৃতি ইরানির উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জাতীয় সিডস কর্পোরেশন এই চুক্তির মাধ্যমে আগামী দিনে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াকে উৎকৃষ্টমানের বীজ প্রদান করবে।এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জানিয়েছেন, পাট (জুট) চাষের সবথেকে ভালো দিক হচ্ছে ফলনের পরে এর বিক্রির গ্যারান্টি রয়েছে। পাটের উৎপাদনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।যার ফলে এর চাহিদা বৃদ্ধি হবে এবং বাজার তৈরি হতে পারে। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি জানিয়েছেন, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সমন্বয় বজায় রেখে সরকার এগিয়ে চলেছে। পাটের মাধ্যমে দুটি মন্ত্রকের মধ্যে সমন্বয় গড়ে উঠেছে। মৌ চুক্তির মাধ্যমে ৪০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবে। পাটের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে।

যে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম নৌসেনা, দাবি রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.): রাজধানী দিল্লিতে ভারতীয় নৌসেনার কমান্ডার পর্যায়ের শীর্ষ বৈঠক শুরু হয়েছে। এই বৈঠকে ভারত মহাসাগরে চিনা রণতরীর বাড়বাড়ন্ত নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। আগামী তিন দিন ধরে চলবে এই বৈঠক। এই বৈঠকের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, "আমাদের জাহাজ এবং বিমান মোতায়েনের মাধ্যমে যে কোনও প্রতিকূল চ্যালেঞ্জ এর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হতে সক্ষম ভারতীয় নৌসেনা। ভারতীয় নৌবাহিনী যেকোন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।" করোনা পরিস্থিতিতে ভিনদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনতে অপারেশন সমুদ্র সেতু অভিযান চালিয়েছিল ভারতীয় নৌসেনা। এদিন তার প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। ভারত মহাসাগরে থাকা বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আটকে পড়া প্রায় চার হাজার ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার জন্য নৌসেনার প্রশংসা করেছেন তিনি। সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি আগের সাফল্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে ভারতীয় নৌসেনাকে। মিশন সাগর প্রকল্পের অধীনে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে থাকা দেশগুলিকে চিকিৎসা সরঞ্জাম সহ একাধিক সাহায্য করা হয়েছে।

শংকর দায়াল শর্মাকে স্মরণ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড় শংকর দায়াল শর্মার ১০২ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি ভবনের শীর্ষ আধিকারিক এবং আমলারাও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, তাঁর স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। বিভিন্ন বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানী, দক্ষ প্রশাসক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, লেখক ছিলেন তিনি। রাষ্ট্রের জন্য তিনি নিজের জীবনকে সমর্পিত করেছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯১৮ সালের ১৯ আগস্ট ভোপালে জন্মগ্রহণ করেন ড় শংকর দায়াল শর্মা।ভারতের নবম রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ইউপিএসসি নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ইউপিএসসির নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড় প্রদীপ কুমার যোশী বুধবার রাজধানী দিল্লির রাইসিনা হিলসে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। ইউপিএসসি চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ড় প্রদীপ কুমার যোশী এই প্রথমবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন। বৈঠকের ছবি রাষ্ট্রপতি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইউপিএসসি চেয়ারম্যান হওয়ার আগে ওই সংস্থার সদস্য ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের ১২ মে তিনি ইউপিএসসি সদস্যপদ গ্রহণ করেন। চেয়ারম্যান পদে বসার পর এই প্রথম রাষ্ট্রপতি ভবনে গেলেন তিনি। ২০২১ সালের ১২ মে পর্যন্ত এই পদে থাকবেন ড় প্রদীপ কুমার যোশী। প্রসঙ্গত ইউপিএসসি দেশজুড়ে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা আইএএস, ভারতীয় পুলিশ সেবা আইপিএস, ভারতীয় বিদেশ সেবা আইএফএস সহ একাধিক প্রশাসনিক পদে নিযুক্তির জন্য পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে।

প্রতি কুইন্টাল পিছু আখের উচিত এবং লাভকারী দাম দশ টাকা বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকার আখের উচিত এবং লাভকারী মূল্য ১০ টাকা বাড়িয়ে প্রতি কুইন্টালে ২৮৫ টাকা করে দিয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার আর্থিক কমিটির বৈঠকে আখের উচিত এবং লাভকারী মূল্য প্রতি কুইন্টাল ১০ টাকা সিদ্ধান্তকে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হয় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আর্থিক কমিটি আখের মূল্য প্রতি কুইন্টালে ১০ টাকা করে বাড়িয়েছে। ফলে সেই দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল। চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে এই দাম ধার্য করা হবে। ১০ শতাংশ রিকভারির ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এতে করে উপকৃত হবে এক কোটি আখ চাষী।

সুশান্ত সিং মৃত্যু-রহস্যে সিবিআই তদন্ত, চিন্তা বাড়ল রিয়া চক্রবর্তীর

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি. স.): বলিউডের প্রয়াত জনপ্রিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে বড়োসড়ো সিদ্ধান্ত বুধবার নিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। প্রায় ৬৬ দিন পর সুপ্রিম কোর্টের রায় থেকে স্পষ্ট প্রয়াত অভিনেতার মৃত্যুরহস্য উদঘাটন করবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।আদালতের এই ঘোষণার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সুশান্ত সিং এর কয়েক কোটি অনুরাগী এবং পরিবারের লোকজন। সবার মনে আশার আলো জেগেছে যে এবার হয়তো সত্যটা সামনে আসবে। অন্যদিকে দুর্ভোগ বেড়েছে অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর। দুর্ভোগ বেড়েছে মহারাষ্ট্র সরকারেরও। এমনও আশঙ্কা করা হচ্ছে যে গ্রেফতার হতে পারে রিয়া চক্রবর্তী। রিয়া চক্রবর্তীর গ্রেফতারি নিয়ে সিবিআই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট রিয়া চক্রবর্তীর আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। সিবিআই এখন সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু তদন্ত করবে। এই মামলায় এফআইআর আগেই দায়ের করা হয়েছে।এখন সিবিআইয়ের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম মুম্বইতে যাবে। মুম্বই পুলিশ থেকে এই মামলার যাবতীয় নথিপত্র নিজেদের হেফাজতে নেবে সিবিআই। এখনো পর্যন্ত যেসব ব্যক্তিত্বদের বয়ান নথিভুক্ত করা হয়েছে সেইসব রেকর্ডসহ ফরেনসিক রিপোর্ট এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিজেদের হেফাজতে নেবে সিবিআই।

সুশান্ত সিং রাজপুত যে ফ্ল্যাটে থাকত সেখানেও হানা দেবে সিবিআই। সেখানে গিয়ে ক্রাইম সিন রিক্রিয়েট করে দেখানো হবে। ওই ফ্ল্যাটের সেই সময় যারা ছিল তাদেরকে পুনরায় জেরা করা হবে। রিয়া চক্রবর্তী সহ পরিবারের অন্যান্য লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই। রিয়া চক্রবর্তী সহ পরিবারের অন্যান্য লোকেদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই।

৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ, অন্ধকারে পরিবার : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ফের বিষোদগার করলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। এবার বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রকে দুষলেন রাহুল, রাহুলের আক্রমণ, বিগত ৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ। দুই কোটি পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।

বুধবার একটি মিডিয়া রিপোর্ট টুইট করে হিন্দিতে রাহুল লিখেছেন, বিগত ৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ। দুই কোটি পরিবারের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে। ফেসবুকে মিথ্যা খবর এবং বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে বেকারত্বের সত্যতা এবং অর্থনীতির সর্বনাশ দশা আড়াল করা যায় না। প্রসঙ্গত, রাহুল এদিন যে মিডিয়া রিপোর্ট টুইটারে পোস্ট করেন, তাতে উল্লেখ-করোনার প্রকোপে এপ্রিল মাস থেকে এযাবৎ ১.৮৯ কোটি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের ধলছড়া পঞ্চায়েতের নয়াগ্রাম পূর্ত সড়কে নেফাতুলা খালের ওপর সেতু নির্মাণের দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ আগস্ট (হি.স.) : একবিংশ শতাব্দির আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে মানুষ মহাকাশে বাড়ি বানানোর স্বপ্ন দেখছেন। মানবজাতির বসতি স্থাপনের জন্য মঙ্গল গ্রহে জলের সন্ধান চলছে। অথচ এই আধুনিক যুগেও করিমগঞ্জ জেলার সাধারণ মানুষকে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে। প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদের গৃহ পঞ্চায়েত ধলছড়ার জনতা আজও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত।

দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধলছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর বিলবাড়ি-সাতকরাগুল নয়াগ্রাম পূর্ত সড়কে নেফাতুলা খালের ওপর একটি অত্যন্ত বিপদসংকুল বাঁশের সাঁকো রয়েছে। প্রতিনিয়ত স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ হাজারো জনতাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই বিপদসংকুল বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। দিন কয়েক আগে বিপদসংকুল এই বাঁশের সাঁকো পারাপার করতে গিয়ে স্থানীয় বেশ কয়েকজন বয়স্ক লোক সাঁকো ভেঙে নেফাতুলা খালে পড়ে যান। ফলে তাঁরা মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন, খবর স্থানীয় সূত্রের। সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েক হাজার মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এই বাঁশের সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ার তাঁরা প্রায় গৃহবন্দি হয়ে আছেন। বাঁশের সাঁকোটি পুনর্নির্মাণ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে স্থানীয় জনতা নিলামবাজারে অবস্থিত পূর্ত বিভাগের (গ্রামীণ সড়ক) সহকারী এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অনিরুদ্ধ নাগ ও সার্কল অফিসারকে পৃথক পৃথক দুটি স্মারকপত্র প্রদান করেছেন। অতিশীঘ্র ভেঙে পড়া বাঁশের সাঁকোটি পুনর্নির্মাণ করে না দিলে তাঁরা আন্দলোনে নামতে বাধ্য হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয় ভুক্তভোগী মওলানা মতসিন আলি, খায়রুল ইসলাম, রুহুল উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, আবুবক্কর, সুলেমান আহমদ, বিপ্লব দেব, প্রদীপ দাস, মান্তু দেব, নজমুল ইললাম প্রমুখ অভিযোগ করে বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোনও সরকারই আন্তরিক নয়। দশকের পর দশক, রাজনৈতিক নেতারা তাঁদেরকে শুধু ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবেই ব্যবহার করে আসছেন। ভোট এলেই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রোজগারের মাধ্যম, স্কুল কলেজ গড়ে তোলা ইত্যাদি নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করে নিয়ে যান। কিন্তু ভোট পরবর্তীতে বিজয়ী কোনও নেতারই আর দর্শন পাওয়া যায় না।

তাঁরা আরও বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ধলছড়া জিপি-র বিলবাড়ি-সাতকরাগুল নয়াগ্রাম পূর্ত সড়কে নেফাতুলা খালের ওপর একটি বাঁশের সাঁকো পারাপার হতে গিয়ে সম্প্রতি সেতু ভেঙে পড়ে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। বেশ কয়েকজন মারাত্মকভাবে জখমও হয়েছিলেন। সেতু পারাপার হতে গিয়ে বহু বিপত্তি ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। অত্যন্ত বিপদসংকুল বাঁশের সাঁকোয় ওঠা মাত্রই এর মাঝামাঝি অংশ ম্যাড়ম্যাড় করে ভেঙে পড়ে যায়। নেফাতুলা খালে পড়ে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে জখম অবস্থায় আব্দুল বাসিত, আব্দুল আজিজ, বাহারুল ইসলাম, রুহুল উদ্দিন, নইম উদ্দিন, তৈয়বুর রহমান, নজমুল হুসেন, সিরাজ উদ্দিন, সমির উদ্দিন, তাজ উদ্দিনকে উদ্ধার করেন। জখমদের মধ্যে আব্দুল বাসিতের বাম উরু ভেঙে যাওয়ায় বর্তমানে করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। তাঁর শারিরীক অবস্থা এখনও ভালো নয় বলে জানান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এই বিপদের সময়ও কোনও রাজনৈতিক নেতা তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেননি বলেও তাঁরা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এলাকার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম বাঁশের সাঁকোটি ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন কয়েক হাজার হাজার জনতা। বিশেষ করে ধলছড়া জিপি-র নয়াগ্রাম, সাতকরাগুল, বিলবাড়ি সহ প্রায় দশ / বারোটি গ্রামের জনগণ চরম বিপাকে পড়েছেন। স্থানীয় ভুক্তভোগী জনগণ আরও জানান, অনেক আন্দোলনের পর নেফাতুলা খালের ওপর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য আরআইডিএফ তহবিল থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। পঙ্কজ চক্রবর্তী নামের জনৈক ঠিকাদার সেতু নির্মাণের বরাত পেয়েছেন বলেও স্থানীয়রা জানান। কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে একটি বিকল্প সেতু নির্মাণের জন্য জোরালো দাবি জানালেও তিনি কোনও পাত্তাই দেননি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় ভুক্তভোগী জনগন।

বিপদসংকুল বাঁশের সাঁকো ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটার জন্যও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার পঙ্কজ চক্রবর্তীকে সরাসরি দায়ী করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সীমান্ত এলাকার জনতা। তাঁদের অভিযোগ, সেতুটির কাজ নিয়ে রীতিমতো প্রতারণা করছেন ঠিকাদার। তাই কাজের বরাত বাতিলের পাশাপাশি যাবতীয় ক্ষতিপুরণ সহ নেফাতুলা খালের ওপর আপাতত একটি সাঁকো নির্মাণ করে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিতে জোরালো দাবি তুলেছেন তাঁরা। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভুক্তভোগী জনতা।

বুধবার আগরতলায় এসইউসিআই এক ডেপুটেশনের আয়োজন করেন। ছবি- নিজস্ব।

হুগলি জেলা পরিষদ থেকে বিশেষ অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া হল কোভিড হাসপাতালগুলিতে

হুগলি, ১৯ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় হুগলি জেলা পরিষদ থেকে এবার ১০টি বিশেষ অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া হল জেলার কোভিড হাসপাতাল সহ মোট ৮টি হাসপাতালকে। আরামবাগ, ব্যান্ডেল ও শ্রীরামপুর নিয়ে আপাতত জেলায় থাকা মোট ৩টি কোভিড হাসপাতাল সহ আরও চারটি হাসপাতালে ১টি করে এবং চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ৩টি হাইপো নাসাল অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া হবে। বুধবার হুগলি জেলা পরিষদের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরী এই মাস্ক জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি সেখ মেহবুব রহমান, অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলাপরিষদ) প্রলয় মজুমদার, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, সহ সভাধিপতি সুমনা সরকার, স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু ব্যানার্জী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জেলাশাসক বলেন বর্তমানে হুগলি জেলায় করোনা সংক্রমনে হার নিম্নমুখি। মাসখানেক আগেও জেলা থেকে করা প্রতি ১০০জনের টেস্টে প্রায় ১৬ জনের পজিটিভ রিপোর্ট আসতো। কিন্তু বর্তমানে যার হার শতকরা ৮জনের মতো। আরামবাগ, চুঁচুড়া, চন্দননগরের মহকুমার প্রতিটা জায়গাতেই সংক্রমনের প্রভাব নিম্নমুখী। তবে শ্রীরামপুর মহকুমার উত্তরপাড়া এলাকায় আজও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কোভিড। জেলাশাসক বলেন আমরা দেখছি সেখানেও কিভাবে কোভিডের সংক্রমন কমানো যায়।

অন্যদিকে এদিন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী বলেন করোনা সম্পর্কে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অবগত নই। তবে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যেতে পারে এবং তা থেকে শরীরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সুতরাং করোনা আক্রান্তের শরীরে অক্সিজেন ঠিক রাখতে পারলে মৃত্যুর হার কমবে। আর তার জন্য রাতারাতি সিসিইউ কিংবা ভেন্টিলেশন বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা তাই উন্নত প্রযুক্তির এই মাস্কের কথা জেলা পরিষদকে জানিয়েছিলাম। জেলা পরিষদ রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে কথা বলে ১০টি হাইপো নাসাল অক্সিজেন মাস্কের ব্যাবস্থা করে দিল। এজন্য হুগলি জেলা পরিষদকে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদও জানানো হয়।

বিশ্বভারতী নিয়ে রাজনীতি না করার আবেদন শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য ও বাংলার সংস্কৃতি রক্ষার বার্তা দিলেন তৃণমূল মহা সচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিশ্বভারতী নিয়ে রাজনীতি না করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। বিশ্বভারতীতে পৌষ মেলার মাঠে পাঁচিল ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের উপর দোষারোপ করছে বিজেপি। একইসঙ্গে অভিযুক্তদের যথাযথ শাস্তির দাবি তুলেছে তারা। এই অবস্থায় যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন বিশ্বভারতী বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এই অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'আশা করব সকলের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। এই বিষয়টাকে নিয়ে কেউ রাজনীতি করবেন না। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য, বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস হতে দেবেন না। আসুন সবাই এক সুরে, একসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য বিশ্বভারতীকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রক্ষা করি। নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর এই কীর্তি এই চলমান সৃষ্টিকে স্তব্ধ না করে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

সোমবার বিশ্বভারতীর মেলার মাঠ ঘিরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী কাজও চলছিল জোরকদমে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংঘ : ৯৭৭৪৯৯৮৯৬৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংস্কৃতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৪৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৬৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৯৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন : ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৮৭৯৪৮৬৩৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৮৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৩, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৫৯৬৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৯৮৭৪৫৮১৯১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৯১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৭১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৪৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৬৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৪৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৩৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৫৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্গাপুরে চোরাশিকারিকে হাতেনাতে ধরল মৎস্যজীবিরা উত্তেজনা এলাকায়

দুর্গাপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : ব্যারেজের জলে রাসায়নিক মিশিয়ে মাছ শিকারের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত মৎস্যজীবিদের হাতে ধরাল পড়ল এক চোরা মাছ শিকারি। সুবিচারের দাবীতে ক্লাবঘরে আটকে রাখে। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর আশীষনগর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত চোরা মাছশিকারী ভিন রাজ্যের বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুরে দামোদর নদী তীরবর্তি ৩৯ ও ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় এক হাজার মৎসজীবি রয়েছে। ব্যারেজের জলাধারে মাছ ধরে সারাবছর জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কিন্তু গত বছর তিনেক ধরে ওই জলাধারে হঠাৎই ভিন রাজ্যের চোরাশিকারীদের দৌরাত্ম শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। বছরে দুটি মরশুমে ওই চোরাশিকারীদের প্রায় ২০ জনের একটি দল বিহার থেকে দুর্গাপুরে আসে। দুর্গাপুর ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি এলাকায় তারা আশ্রয় নেয়। শীতকালে ও বর্ষাকালে ২ থেকে ৩ মাসের জন্য তাদের আগমন হয়। অভিযোগ, শীতকালে ওই জলাধারে ও নদীর বেশকিছু জায়গায় পরিযায়ী পাখী আসে। ওই সময় চোরাশিকারীরা পরিযায়ী পাখী শিকার করে অবৈধভাবে বিক্রি করে রোজগার করে ফের বিহার ফিরে যায়। ফের তারা বর্ষাকালে এলাকায় এসে রাতের অন্ধকারে মশারির জাল দিতে জলাধারের ছোটো এলাকায় মশারি জাল দিয়ে ঘিরে রাসায়নিক মিশিয়ে বিষক্রিয়া ঘটায়। ফলে ওই এলাকার জলে থাকা মাছের চারা সহ সমস্ত মাছ নিমেষে মরে যায়। মরা মাছ মশারির জালে ছেঁকে তুলে বিক্রি করে দেয়।

আর তার ফলস্বরূপ যেমন নদীতে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রানীর মৃত্যু হচ্ছে। তেমনই স্থানীয় মৎস্যজীবিদের রুজিতে টান পড়ছে। নদীতে মাছ ধরতে গিয়েও জালে মাছ ওঠে না। কম ওঠে। আবার মরা মাছ ওঠে। বুধবার এমনই এক চোরা মাছশিকারিকে হাতে নাতে ধরে ফেলে দুর্গাপুর আশীষনগর এলাকার মৎস্যজীবিরা। খবর চাউর হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত চোরা মৎস্যশিকারীকে ধরে একটি ক্লাবঘরে আটকে রাখে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ।

এলাকার মৎস্যজীবি স্বপন বিশ্বাস ও স্বপন বর্মণ বলেন,' দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক মিশিয়ে জলকে বিষাক্ত করে মাছ ধরে নেওয়ায় জলাধারে মাছ কমে যাচ্ছে। মাছের ডিমপোনা সহ মাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জালে কেবল মরা পচা মাছ উঠছে। আগে সারাদিনে ৫ থেকে ১০ কেজি মাছ ওঠত। এখন এই চোরাশিকারীদের জন্য আমরা ১ থেকে ২ কেজি মাছ পাচ্ছি। তাও আবার মরা মাছ। পরিযায়ী হাঁসগুলি ওই চোরাশিকারীরা শিকার করাই বর্তমানে পরিযায়ী পাখীও কম আসছে।' মৎস্যজীবিরা আরও বলেন,' প্রশাসনকে আমরা একাধিকবার এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছি কোনও কাজ হয়নি।' এক মৎস্যজীবী বিকর্ণ বিশ্বাস বলেন, ' ওই চোরাশিকারীরা জলে বিষক্রিয়া ঘটিয়ে মাছ ধরছে। পাশাপাশি পরিযায়ী পাখী শিকার করতে ফড়িং এর শরীরে কিটনাশক মিশিয়ে বঁড়শিতে গেঁথে জলে ফেলে রাখে। ফড়িং খেতে গিয়ে মৃত্যু' হয় হাঁসগুলির। এই ভাবে প্রকৃতিকে দিনের পর দিন নষ্ট করে দিচ্ছে এই চোরাশিকারীরা। আমাদের দাবি অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে প্রশাসনকে।'

এলাকার এক মাছের আড়তদার গৌতম বিশ্বাস বলেন,' এলাকায় প্রায় ৪ টি মাছের আড়ৎ রয়েছে। প্রতিদিন জলধার থেকে প্রায় ১০ কুইন্টালের বেশি মাছ ওঠে। এখন কমে গেছে। চোরাশিকারীরা সমস্তমাছ সহ ডিমপোনা নষ্ট করে দিচ্ছে। আমরা বহুবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি এই বিষয়ে কিছু কোনও সুরাহা হয়নি।' পশ্চিম বর্ধমান জেলা মৎস্য আধিকারিক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিষয়টি জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' স্থানীয় বরো চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী বলেন, 'এই ধরনের কার্যকলাপ জানতে পেরে আশ্চর্য লাগছে। দামোদরের জল দুর্গাপুরবাসী পান করে। এভাবে দুষিত করলে ভয়ঙ্কর দূর্ঘটনায় পড়তে পারে। তাই কোনভাবেই বরদাস্ত করা যায় না। ওই চক্রের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত সেটাও দেখা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি প্রশাসন দেখছে।'

পদ্মশ্রী ড়সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে কালি, লজ্জা বোলপুরের

বোলপুর, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : পদ্মশ্রী ড়সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে কে বা কারা কালি লেপে দেয়। বুধবার সকালে এই দৃশ্য নজরে আসতেই নিন্দার ঝড় বোলপুর সহ গোটা রাজ্যে। কে বা কারা করেছে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত বোলপুর থানায় কোন অভিযোগ জমা পড়ে নি। তবে বোলপুর বাসী এই ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফুঁসছে। কারণ এ লজ্জা বোলপুরের।

এক টাকার ডাক্তার সুশোভন বাবু পদ্ম সম্মান পাওয়ার পরেই বোলপুর শহরের ১৪ নং ওয়ার্ডে সুশোভন বাবুর বাড়ি থেকে ৫০ মিটার দূরে পদ্মশ্রী ড় সুশোভন বন্দোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হয়। জানা গেছে, চলতি বছরের ৭ মার্চ এই আবক্ষ মূর্তির উদ্বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। উদ্বোধক অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিনহা এবং অন্যান্য দলীয় নেতৃবৃন্দ। এযাবৎ ৫০ লক্ষ মানুষকে এক টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা করে তিনি পদ্ম সম্মানে সম্মানিত হন।

এই ঘটনার পর রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'এই ঘটনা খুব নিন্দনীয়। যে বা যারা করেছে খুব জঘন্য কাজ করেছে।'

এব্যাপারে পদ্মশ্রী সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেখুন ভাই, আবক্ষ মূর্তি স্থাপন আমি করি নি, কালিও আমি ছিটোয় নি। শুনেছি, কেউ কেউ ফুল টুল দেয় ওখানে। যাদের ভালো লাগে, তারা ফুল দেয়। যাদের অপছন্দ, তারা কালি ছিটোয়। পাঁচিল বিতর্কে, বিশ্ব ভারতীর পাশে দাঁড়ানোর জন্যই হয়তো আমাকে এই ভাবে অপমান করা হয়েছে।'

শুধু মাত্র মতের অমিল হলেই কী এই অসম্মান তাঁর প্রাপ্য? এই প্রশ্ন কুঁড়ে খাচ্ছে বোলপুর বাসীকে। এদিকে মঙ্গলবারের ঘোষনা মত হামলার প্রতিবাদে অবস্থা বিক্ষোভের কথা ছিল বিশ্বভারতী পরিবারের। কিন্তু সূত্রের খবর কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশেই ওই সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটেছে বিশ্বভারতী। কারন একে করোনাটি পরিস্থিতি। এই অবস্থায় এক সঙ্গে অনেক জন মিলে অবস্থান বিক্ষোভে বসলে ফের মামলার সম্মুখীন হতে পারে বিশ্বভারতী। একই সঙ্গে সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনের বিরোধিতা থেকেও বিরত থাকতে বলা হয়েছে। সেই কারনেই বিশ্বভারতীর সিদ্ধান্ত বদল।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু ডাকা প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকল না বিশ্বভারতী। এমনকি, পাঠানো হলোনা কনোও প্রতিনিধিও। বিশ্বভারতীর সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসনের আধিকারিক রাই বৈঠক করলেন আশ্রমিক, ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি, সমাজসেবক ও ছাত্র দের সাথে নিয়ে।। যদিও, বিশ্বভারতীর দাবী তারা চিঠিতেছিলেন এই বৈঠক বিশ্বভারতী এলাকায় করতে

নরেন্দ্রপুরে রাজ্য সরকারি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

গড়িয়া, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : নিজের বাড়ির গ্রিলের গেটের সাথেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম কল্যান বিশ্বাস(৪১)। বুধবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গড়িয়া পাঁচপোতা এলাকায়। ভোর তিনটে নাগাদ তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ প্রথমে দেখেন তাঁর স্ত্রী অঞ্জনা বিশ্বাস। তিনিই নরেন্দ্রপুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শ্বশুরের শরীর খারাপ থাকার কারণে গত কয়েকদিন ধরেই কল্যান বাবু শ্বশুর মশাইয়ের সাথে ঘুমচ্ছিলেন। রাজ্য সরকারের এই কর্মী রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কর্মরত ছিলেন।

পরপর দু'দিন লকডাউনের জের, বুধবার জনজোয়ার শহরের বাজারে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে কাবু শহর। তবে, করোনা সংক্রমনের রাশ টানতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। আর তাই প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই দুদিন চলতি সপ্তাহের সাপ্তাহিক লকডাউন পালিত হবে। সাপ্তাহিক লকডাউনের আগের দিনই বুধবার জনজোয়ার শহরের বিভিন্ন বাজারে।

করোনা সংক্রমণ এড়াতে চিকিৎসকরা বারবার পরামর্শ দিচ্ছেন দূরত্ব বজায় রাখতে। যত পরিমাণ রাস্তায় কম বের হতে। কিন্তু সেইসব পরামর্শকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের বাজারে উপচে পড়া ভিড় সাপ্তাহিক লকডাউনের আগের দিন। দু'দিন বন্ধ থাকবে বাজার তাই খাদ্য সামগ্রীর যোগাড় করতে পড়িমড়ি করে বাজারে ছুটেছে শহরবাসী। শুধু তাই নয় সেখানে মাস্ক পড়ার বালাই নেই। উত্তেজনার বশে মাস্ক খুলে চলছে চরম দর কষাকষি। এমনই চিত্র ধরা পড়েছে গড়িয়াহাট বাজারে। পেটের কথা ভাবতে গিয়ে স্বাস্থ্যের কথা একেবারেই শিকেয় তুলেছে শহরবাসী।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত বেলেঘাটা থানা

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর। দমকা হাওয়ার মতো ঘুরে এসে সহজে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তবে, এই মাঝে বিভিন্ন থানায় হানা দিয়েছে করোনা। আর তাই সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে বেলেঘাটা থানা।

ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বহু পুলিশকর্মী। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহু পুলিশ কর্মীর। আর তাই করোনার হাত থেকে পুলিশ কর্মীদের রক্ষা করতে কোন রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না সরকার। করোনার হাত থেকে শহরবাসীকে রক্ষা করতে ক্রমাগত পথে নেমে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কখনও মাইকিং করে বা কখনও লিফলেট বিলি করে জনগণকে সচেতন করছে পুলিশ। তাই সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে থানা গুলি।

বিশ্ব ভারতী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিজেপি সাংসদের

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : রাজ্যপালের পর বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্বভারতীতে পাঁচিল ভাঙা কান্ড নিয়ে চিঠি দিলেন বিজেপি সাংসদ সুভাষ সরকার। বিশ্বভারতীর এই ঘটনা প্রসঙ্গে কার্যত তৃণমূলের বিরুদ্ধেই সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে বিশ্বভারতীর ঘটনায় তার লজ্জায় মাথা হেট হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছিলেন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া চিঠিতে সুভাষ সরকার লেখেন, 'এই প্রজন্মের রাজনৈতিক নেতা, ছলিগান ও প্রশাসকদের আচরণ জানলে বিশ্বকবি বোধ হয় জীবন রাখত না। বিশ্বের গর্ব রক্ষার নামে ঐ হুলিয়ানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আমার আর মুখ দেখাবার উপায় নেই।'

এদিকে এদিন দুপুর নাগাদ বিশ্বভারতীর ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে স্লোগান তুলে মিছিল শুরু হয় রাজ্য বিজেপির সদর দফতর থেকে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিল যাওয়ার কথা থাকলেও মিছিল সেন্ট্রালে পৌঁছতেই আটকে দেয় পুলিশ। পরে সেখানে রাস্তায় বসে পড়েন বিজেপি কার্যকর্তারা। সৌমিত্র খাঁ সহ বিজেপি কর্মীদের আটক করে পুলিশ। পরে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তাতে ক্ষুব্দ হয়ে এলাকার জনগণ বুধবার সকাল দশটা থেকে পথ অবরোধ শুরু করেন। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে আসেন। তারা অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করেন শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর আপাতত তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। তবে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাস্তা সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে তারা আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এদিকে রাস্তা অবরোধের কারণে ফলে রাস্তা দুপাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটকে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে।

মণিপুরে

● **প্রথম পাতার পর**

হুইপ লঙ্ঘন করে বিধানসভার একদিনের অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে বিজেপির এন বীরেন সিং সরকার আস্থা ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। দিল্লি পৌঁছার পরে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং বলেছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। তাই আমি তাদের এখানে এনেছি। তাতে, মণিপুরে রাতারাতি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট পুরো বদলে গিয়েছে।

মন্ত্রিসভা

● **প্রথম পাতার পর**

চাকরি করার স্বপ্ন সফল হবে। প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের এতে করে সুবিধা হবে।

মদের

● **প্রথম পাতার পর**

পুলিশ অভিযুক্ত সজল মালাকারকে খুঁজছে। ঘটনার পর থেকেই সে পলাতক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

লক্ষণ

● **প্রথম পাতার পর**

দেখা গিয়েছে।' তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করুন।' গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি স্থিতিশীল থাকলেও, এখনও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি। তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে সর্বদা নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

৬৪ হাজার

● **প্রথম পাতার পর**

আগস্ট ৮,০১,৫১৮টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে সোমবার সারা দিনে ৮,৯৯,৮৬৪টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছিল।

১১ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ৬,২০১ জনের, সংক্রমিত ২,৯০,৪৪৫

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): সামান্য হলেও মৃত্যুর সংখ্যা ফের বাড়ল পাকিস্তানে, একইসঙ্গে সংক্রমণে কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না। পাকিস্তানে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে মাত্র ১১ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬১৩ জন। বুধবার সকাল পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৪৪৫-তে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৯৫,৭৪২ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,৬৭, ৪৩ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩৫,৪০১, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫,৪১২, বালোচিস্তানে ১২,৩৭০, গিলগিট-বালতিস্তানে ২,৬৯৫, আজাদ কাশ্মীরে ২,২১২। পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্ট্রোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬১৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের।

অমরপুরে ফাঁসিতে যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। অমরপুরের বামপুর চন্দ্রমোহন পাড়ায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম শত্রুঘ্ন দাস।এলাকার একটি সেগুনবাগান এ তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান পথচারীরা। মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পথচারীরা তার বাড়ির লোকজনকে খবর দেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা। খবর পাঠানো হয় বীরগঞ্জ থানায়। বীরগঞ্জ থানার পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফাঁসিতে যুবকের আত্মহত্যার সংবাদে এ এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।কেন এই আত্মহত্যার ঘটনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে এই ওই যুবক আত্মহত্যা করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বাহাদুর। তিনি আগরতলার বুকে কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। সে মোতাবেক ১৯৪৭ সালে মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশায় আগরতলা বিমান বন্দর স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আগরতলায় শাখা খুলেছিল।

ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর মহারাজ বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী সরকারি ছুটির তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দর-কেও মহারাজ বীর বিক্রম বিমান বন্দর-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন। তাঁর স্বপ্ন-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের কর্তব্য।শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সামাজিকতার সংমিশ্রণে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্বল্প আয়ুষ্কালেই তিনি আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার জন্য উদ্যোগযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আজ বুদ্ধমন্দিরস্থিত বেণুবন বিহারে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর দেববর্মা মাণিক্য বাহাদুরের ১১২তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, মহারাজা নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও সর্ব ধর্ম সমভাব এই মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর সময়কালেই রাজ্যে বিমানবন্দর ও ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিলো। আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে তৎকালীন সময়ে নিজেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে সেখানকার রাজনীতি, শিল্পনীতি, সভ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের আদর্শ ত্রিপুরা গড়ার যে স্বপ ছিলো সেই দিশাতেই নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিক নির্দেশনায় রাজ্যে বিকাশশীল ও জনতার সরকার চলছে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও দূরদর্শী রাজা ছিলেন। তাঁর আমলে রাজ্যে আধুনিক ভাবধারা সমন্বিত একটি সংবিধানও ছিলো। রাজ্য সরকার মহারাজার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এক ত্রিপুরা, সবার ত্রিপুরা, উন্নত ত্রিপুরা এবং বিশেষ করে জনজাতিদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে।

জননী

● **প্রথম পাতার পর**

চেঁচামেচিতে পাড়া প্রতিবেশিরা প্রতিরোধে এগিয়ে আসলে স্বামী শ্রিকেশ তার স্ত্রি সহ নাগর আকাশকে ছেড়ে দেয়। পাড়া প্রতিবেশীরা আইন নিজের হাতে না নিতে বলে স্বামী শ্রিকেশকে। পুলিশকে খবর দেওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে প্রায় আধঘণ্টার পর আসে । পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রামঠাকুর পাড়াতে আবার আগে স্বামী শ্রিকেশ ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। কিন্তু পুলিশ প্রধান ও মেম্বারের সাথে যোগাযোগ করতে বলে দায়িত্ব খালাস করতে চাইলেও শেষমেশ চাপে পড়ে ঘটনাস্থলে আসে। একসঙ্গেরে জননী সহ নাগর আকাশকে থানায় নিয়ে আসে।

শ্রিকেশের স্ত্রীর বক্তব্য প্রেমিক আকাশের ছাড়া থাকতে পারবে না। তার স্বামী শ্রিকেশ নাকি তাকে প্রতিদিন মারধর করে। তাই সে শ্রিকেশের ঘর করবে না।

এদিকে স্বামী শ্রিকেশ জানায় আমার স্ত্রী সব মিথ্যা কথা বলছে। মনসা পূজার জন্য আমার কাকা শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরে জানতে পারি একটি ছেলের হাত ধরে আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে উঠেছে রামঠাকুর পাড়াতে। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি।

দুইজন

● **প্রথম পাতার পর**

উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযান। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আহত যুবককে গোমতী জেলাহাসপাতালে রেফারকরে। জানাযায় আহতযুবক উত্তর জোলাইবাড়ীর বিজয় দাসের ছেলে রাকেশ দাস (২৩)। দুর্ঘটনার সঠিক কারন এখনো জানাযায়নি। দুর্ঘটনার সঠিককারন খুজতে তদন্ত নেমেছে পুলিশ।

গোমতী জেলার উদয়পুর কে বি আই স্কুলের সামনে টিএসআর গাড়ি এবং অটোর মধ্যে সংঘর্ষে চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত অটো চালকের নাম সত্য রঞ্জন দাস।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে আহত অটোচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে অটোচালক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। টি এস আর এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অটোচালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। অটোচালক নিজেই দ্রুতবেগে এসে গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা দেয় বলে জানায় টিএসআর এর জওয়ানরা। রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অগ্রজ

● **প্রথম পাতার পর**

অস্ত্রের আঘাতে ছোট ভাই গুরুতর ভাবে আহত হওয়ার সংবাদে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এরই পরিণতিতে বড় ভাই প্রকাশ্যে ছোট ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। স্থানীয় মানুষজন এগিয়ে না আসলে তাকে হত্যা করা হতো বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

গোপাল রায়ের

আটের পাতার পর

রাজ্য সরকারকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। কিভাবে করোনা ভাইরাসকে দমন অথবা নিয়ন্ত্রনে রাখা যেতে পারে সেই বিষয়ে তিন অবিলম্বে ফের সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আহ্বান জানান।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছ থেকে এই বিষয়ে মতামত গ্রহণ করার আবেদন জানান। ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে সরকার জনগনের সাথে জুমলাবাজি শুরু করেছে। ক্ষমতায় ২৮ মাসেও ভিশন ডকুমেন্টে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হয়নি। এডিসি নির্বাচনের আগে পাহাড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জমি দখলের নামে পাহাড়ের নানা জায়গায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে উঠেছে বিজেপি এবং আই পি এফটি। তাতে এডিসি এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিনের পর দিন অবনতি হচ্ছে। ভোটের আগে জনগণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দখলের ষড়যন্ত্র। অবিলম্বে এডিসি এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবী জানান পিসিসির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন পরিষদীয় দলনেতা গোপাল চন্দ্র রায়।

ক্রীড়াঙ্গন

বার্সেলোনা ছাড়লেও গরুর রসিকতা ছাড়ছে না সেতিয়েনদের

পুড়িয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ, এখনো যে নিভু নিভু আগুন আছে তাতে আলু পোড়া দিয়ে খাচ্ছেন অনেকে। বার্সেলোনার সাবেক কোচ কিকে সেতিয়েনের পরিবারের তা মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্নের কাছে ৮-২ গোলের হারে ভস্ম হয়েছে বার্সা। এরপর কোচের চাকরি হারিয়েছেন সেতিয়েন এবং ভস্মাধারের ক্ষত কমানোর জল আরও অনেক দূর গড়াবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে সেতিয়েনের পরিবারের রক্ষা নেই। বাপ-ছেলে দুজনেরই গবাদিপশুর প্রতি টান যথেষ্ট। এ নিয়ে বেশ মজা করছেন সবাই। লারো সেতিয়েন এ নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

ঘটনার পটভূমি আগে জেনে নেওয়া ভালো। কিকে সেতিয়েনের গবাদিপশুর প্রতি টান আজকের না। বার্সেলোনা কোচের নিজের একটি গবাদিপশুর খামারও আছে। কাতালান ক্লাবটির কোচ হওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার সময়ও নিজের গ্রামে মাঠে গরুদের মাঝে ছিলেন। সেতিয়েনের গরু-প্রেম এখানেই শেষ নয়। লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে নিজের গরুদের তা দেখাতেও চেয়েছেন রিয়াল বেতিস ও লাস পালমাসের সাবেক এ কোচ, 'দুটিই যদি জিততে পারি, তা হলে সবচেয়ে ভালো। আর হ্যাঁ, আমি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে লিয়েনক্রেসের মাঠে আমার গরু নিয়ে হাঁটতে চাই। আমার হাতে থাকবে চ্যাম্পিয়নস লিগের ট্রফিটা। গরুর পালকে ট্রফিটা দেখাতে চাই আমি। এটা আমার স্বপ্ন।'এ তো গেল সেতিয়েনের গরু-প্রেম। তাঁর ছেলে আবার এক কাঠি সরেস। চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের আগে একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারেননি লারো সেতিয়েন। এর আগে ব্যক্তিগত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছিলেন স্প্যানিশ চতুর্থ বিভাগের এ ফুটবলার। এক পাল গরুকে লারো জিজ্ঞেস করছেন, বার্সা এবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারবে কি না? এ নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন লারো। সেখানে তাঁর কল্পিত কথোপকথন প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম, 'তোমরা কি মনে করো, আমরা চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারব? সব ঠিকঠাক আছে তো? পারব জিততে?' ভিডিও-র ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'ওরা জানে এবং আমাকে বলেছে "হ্যাঁ"।'কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সার ভরাডুবির বাপ-বেটার গরু-প্রেম নিয়ে হাস্যরস হবে, এটা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে নিয়ে শুধু হাস্যরস হলেও সম্ভবত সহ্য করে যেতেন লারো। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন অনেকে। এরপর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি সেন্ট অ্যান্ড্রুর এ মিডফিল্ডার। নিজের ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'গরুদের নিয়ে যারা জানতে চাচ্ছেন...সেখানে কিছু গাভিও আছে, তাদের সমালোচনা করুন।'বার্সেলোনার ক্লাব সেন্ট অ্যান্ড্রুতে খেলার আগে রেসিং সান্তেন্দর, কর্ডোবায় ছিলেন লারো। চতুর্থ বিভাগেরই দল ফরমেন্তাতে লারোর যোগ দেওয়া নিয়ে কথা হচ্ছে। সেখানে যোগ দিলে বার্সেলোনায় আর থাকবেন না অ্যান্ড্রুতে।

ক্রিকেট ফিরছে, মহামারির মেঘ কাটবে কবে

অনুশীলন শেষ হয়েছে ঘড়িতে ১২টা বাজার আগেই। স্টেডিয়াম থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের বাসায় সৌম্য সরকারের ফিরতে আর কতক্ষণ! দুপুরে সৌম্যর যথেষ্ট সময় মেলে স্ত্রী প্রিয়ন্তি দেবনাথকে নিয়ে ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখার। করোনাভাইরাসকে সৌম্য তুলনা করতে পারেন আকাশের ওই মেঘের সঙ্গে। মহামারির এ মেঘ কাটবে কবে, সেটি এখনো বলার উপায় নেই। তবে বাংলাদেশ কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছে, নিশ্চিত হয়েছে সেটি।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এখন চোখ করেছে শ্রীলঙ্কা সফরে। সফরের আগে করোনা পরীক্ষা কখন হবে, কীভাবে হবে, আবাসিক ক্যাম্পের ব্যাপারেও নানা পরিকল্পনা করছে বিসিবি। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কীভাবে অনুশীলন চলবেসেটি নিয়েও কাজ চলছে। ক্রিকেটারদের অবশ্য এসবে মনোযোগী হওয়ার কিছু নেই। তাঁদের কাজ ২২ গজে নিজেদের সেরাটা দেওয়া। সেটি দিতেই প্রস্তুত হচ্ছেন সৌম্য। ঘরবন্দী জীবন থেকে বেরিয়ে মাঠে ফিরতে পেরে স্বস্তির সুবাতাস বইছে তাঁর মনে। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ দেখে মনে মনে আফসোসে পুড়েছেন। সৌম্যর স্বস্তি, ইংল্যান্ডের মতো তাঁরাও ফিরছেন ক্রিকেটে, 'স্বস্তি লাগছে যে অন্তত খেলা শুরু হতে যাচ্ছে আমাদেরও। যখন ইংল্যান্ডের খেলা দেখতাম, অনেক খারাপ লাগত যে আমরা কবে খেলব। (শ্রীলঙ্কা) সফর নিশ্চিত হয়েছে, অনেক ভালো লাগছে।'

বিসিবি আপাতত ব্যক্তিগত অনুশীলনের সুযোগ দিয়েছে খেলোয়াড়দের। ধীরে ধীরে ছোট ছোট দলে অনুশীলন করা যাবে। আজ বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান জানিয়েছেন, দলীয় অনুশীলন শুরু হবে ২১ সেপ্টেম্বর। শ্রীলঙ্কা সফরের আগে খেলোয়াড়দের ভাবনায় রাখতে হচ্ছে করোনার বিষয়টিও। নিজেদের সুরাক্ষা নিশ্চিত করেই তৈরি হতে হবে শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য। সৌম্যর এটি ভালো জানা বলেই বলছিলেন, 'স্বাস্থ্যসুরক্ষা বড় একটা ব্যাপার। দল আমাদের কাছে একটা পরিবারের মতো। নিজেদের নিরাপদ রেখে কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। যেসব নিয়ম থাকবে সেসব মেনেই খেলতে নামা ভালো। যে কোনো একজনের মধ্যে যদি (করোনা) চলে আসে বাকিরাও ভুক্তভোগী হবে। নিয়মগুলো খুব ভালোভাবে মেনে চলা উচিত।'শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়ে অক্টোবরে হয়তো ক্রিকেটে ফেরা হবে। কিন্তু সতর্ক থাকা, নিয়ম মেনে চলা, অজানা আতঙ্কমহামারির এই মেঘ কাটবে কবে? মিরপুরের ফ্ল্যাটের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে আজ মেঘলা দুপুরে স্ত্রী প্রিয়ন্তিকে নিয়ে হয়তো এসবই ভাবছিলেন সৌম্য।

নেইমারকে পাবে না বুঝে লওতারোর দিকে হাত বার্সেলোনার

নেইমার ও বার্সেলোনার পুনর্মিলন কি হবে? জবাব এখনো মেলেনি। দলবদলের এই মৌসুমে অন্তত জবাব মিলছে না।জবাব কি হতে পারে তা মোটামুটি সবারই জানা। হয় 'হ্যাঁ' অথবা 'না'। অনেকের মতেই 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ২০১৭ সালে নেইমার বার্সা ছেড়ে পিএসজিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে গুঞ্জন চলছে এ নিয়ে। প্রতি দলবদলের মৌসুমেই বার্সা তাঁকে ফেরাতে মাঠে নামে। এ নিয়ে নিত্য-নতুন খবর চাউর হয় প্রতিদিন। কিন্তু দলবদলের মৌসুম শেষে দেখা যায় দৃশ্যটা মোটেও পাল্টায়নি, তাঁর আর বার্সায় ফেরা হয়নি। আবার দলবদলের মৌসুম এলেই নেইমারের বার্সায় ফেরার সম্ভাবনা নিয়ে হিসেব কষাও থামেনি। তো, এই চিত্রে সম্ভবত এবার পরিবর্তন আসছে। বার্সা সভাপতি হোসে মারিয়া বার্তোমেউ জানিয়েছেন, এবার দলবদলের মৌসুমে নেইমারের পেছনে ছোটার কোনো ভাবনা নেই তাদের।

তাহলে বার্সার আক্রমণভাগের কী হবে! এবারের মৌসুমে কিছুই না জেতা বার্সার আক্রমণভাগ নিয়ে দুশ্চিন্তার অনেক কিছুই আছে। লিওনেল মেসিকে নিয়ে যেমন প্রশ্ন চলে না, তেমনি তাঁর ৩৩ বছর বয়সের প্রতিবন্ধকতা নিয়েও পাল্টা যুক্তি চলে না। সবাইকে এক সময় ক্যারিয়ার সায়াহ্ন দেখতে হয়। এ পরিস্থিতিতে বার্সার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নেইমার না থাকলে অন্য কেউ কি নেই? আছে তো বটেই, এবং সেই খেলোয়াড়টির পেছনে ছোটা নিয়েও বার্সা সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়েছে। ইন্টার মিলান স্ট্রাইকার লওতারো মার্তিনেজ। করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর আগে থেকেই তাঁকে কেনার চেষ্টা করেছে বার্সা।কাতালান ক্লাবটির অফিশিয়াল চ্যানেলকে বার্তোমেউ আগে জানালেন পিএসজি তারকার পরিস্থিতি নিয়ে। 'গত দলবদলের মৌসুমে আমরা তাকে কেনার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ক্লাব প্রত্যাখ্যান করে। নেইমার বিক্রির জন্য না, এটাই সত্য। তাকে বিক্রি করতে না চাওয়া পিএসজির জায়গা থেকেও কিন্তু যৌক্তিক'বলেন বার্তোমেউ। বার্সা সভাপতি এরপর আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারকে নিয়ে বললেন, 'আমরা লওতারোকে নিয়ে ইন্টারের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা চলছিল, কিন্তু ফুটবল পুনরায় (করোনা মহামারির মধ্যে) মাঠে গড়ানোর পর আমরা আলোচনা থামিয়ে দেই। এখন দেখা যাক কী ঘটে। কোচের ওপর নির্ভর করছে কোনদিকে যাব।'অর্থাৎ নতুন কোচ রোনাল্ড কোম্যান সবুজ সংকেত দিলে আবারও লওতারোর পিছু ছোটা শুরু করবে বার্সা। এদিকে বার্সা শিবিরে এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল আনসু ফাতিকে নিয়েও গুঞ্জন চলছে। বার্সা নাকি তাঁকে বেঁচে দিতে পারে। কিন্তু বার্তোমেউ জানালেন, ফাতি বিক্রির জন্য না, 'সে কোথাও যাচ্ছে না, আনসু নিজেও তা জানে। তার ভবিষ্যৎ সামনে পড়ে আছে। সে বিক্রির জন্য না।'

১৩ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে পাওয়া যে ফাইনাল বিশ্ব ফুটবলে তখন বার্সেলোনার রাজত্ব। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও পিছিয়ে নেই খুব একটা। পরাশক্তিদের কাতারে রয়েছে চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ, রিয়াল মাদ্রিদ, বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও ম্যানচেস্টার সিটিও। এমন সময় খবর এল, ফুটবলের কুলীনকুলে যোগ দেওয়ার জন্য ভালোবাসার শহর প্যারিস থেকে উত্থান ঘটছে এক ক্লাবের। নাম তার পিএসজি। বিশ্ব ফুটবল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তাঁদের উত্থানের গতি। দলের কোচ হিসেবে আনা হলো কার্লো আনচেলত্তিকে। আস্তে আস্তে দলে এলেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ, থিয়াগো সিলভা, এডিনসন কাভানি, মার্কো ভেরাত্তির মতো তারকারা। বছর-বছর তারকা আগমনের এই ব্যাপারটাকে অলিখিত এক রীতিতে পরিণত করল তারা। ডাগআউটেও আসতে থাকলেন একের পর এক বিশ্বখ্যাত কোচ। আনচেলত্তির পথ ধরে দলটায় এসেছেন লরাঁ ব্লাঁ, উনাই এমেরি ও টমাস টুখেল।এই নয় বছরে ঘরোয়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রশ্নাতীত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে প্যারিসের এই ক্লাব।

ইব্রা-কাভানি-লুইজদের হাত ধরে পিএসজিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাটন এখন কিলিয়ান এমবাপ্পে, নেইমার, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াদের হাতে। বছরের পর বছর ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হলেও একটা অতৃপ্তি ছিলই। ঘরে সেরা হলেও ইউরোপে সেরা হওয়া হচ্ছিল না পিএসজির। মালিকানা বদলের পর এই সময়টায় একে একে চেলসি, বায়ার্ন মিউনিখ, রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা, লিভারপুলকে ইউরোপসেরা হতেই দেখেছে। ওদিকে নিজেরা বারবার আটকে গেছে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো দলগুলোর কাছে।এই নয় বছরে দলবদল বাবদ প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে পিএসজি।

একেবারে নিখুঁত হিসাবে বললেএক হাজার ৩০৪ মিলিয়ন ইউরো বা ১৩ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা। দেদারসে টাকা খরচ করেও এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি কখনই পেরোতে পারেনি দলটা। ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় আধিপত্য দেখালেও ইব্রাহিমোভিচ, কাভানি, লুইজদের আক্ষেপ এই এক জায়গাতেই ছিল।সেই আক্ষেপ এত কাল পর ঘোচালেন নেইমাররা। কোয়ার্টার তো বটেই, সেমিফাইনাল টপকে পিএসজি এখন ফাইনালে। চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা আর নেইমারদের মধ্যে এখন মাত্র একটা ম্যাচের ব্যবধান। ব্যবধানটা ঘোচাতে পারলেই অবশেষে ইউরোপসেরার তকমা পাবে পিএসজি।যে তকমাটার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছে নয় বছর ধরে।

নেইমার এবারও মাটিতে তবে প্রার্থনায়

কান্না তাঁর খুব সহজেই আসে। আবেগটা তাঁর একটু বেশি। আনন্দ হোক বা বেদনা, হাসি অথবা কান্নাসেটির প্রকাশে নেইমার কখনো কুণ্ঠিত হন না। সেই নেইমার তাঁর 'চ্যালেঞ্জে' জয়ের এত কাছে এসে আবেগে ভেসে যাবেন না, তা তো আর হয় না!নেইমার আবেগে ভাসলেন। অতীত স্মৃতিতে ফিরে বর্তমানকে দেখে কাঁদলেন। তবে এবারের কান্নায় মিশে আছে আনন্দ, এবারের কান্না ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনায়। যে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর স্বপ্ন নিয়ে ২০১৭ সালে মেসির বার্সেলোনা ছেড়ে এসেছিলেন পিএসজিতে, সে স্বপ্ন পূরণের আর ৯০ মিনিট দূরে দাঁড়িয়ে নেইমার। যে স্বপ্ন পূরণে আগের দুই মৌসুমে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেরসিক চোট। সব বাধা পেরিয়ে ক্লাব শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে ওঠার আনন্দটা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড বুঝিয়ে দিলেন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।

চ্যাম্পিয়নস লিগ নেইমার আগেও জিতেছেন। ২০১৫ সালে সে শিরোপার পথে কোয়ার্টার ফাইনালের দুই লেগ, সেমিফাইনালের দুই লেগ ও ফাইনালপাঁচ ম্যাচের প্রতিটিতে গোলও করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। কিন্তু বার্সেলোনার জার্সিতে জেতা সেই চ্যাম্পিয়নস লিগ যতটা না নেইমারের, তার চেয়েও বেশি যে লিওনেল মেসির! আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যে বার্সেলোনার প্রাণ সব সময়ই ছিলেন, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু নেইমারের যে নিজেকে প্রমাণের দায় ছিল! মেসি বা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো করে দাপট নিয়ে নিজের মতো করে, 'নিজের' একটা দলকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানোর চ্যালেঞ্জ।যে চ্যালেঞ্জের খোঁজে পিএসজিতে এসে প্রথম দুই মৌসুমে হোঁচট খেতে হয়েছে নেইমারকে। সদাহাস্য ব্রাজিলিয়ানকে কাঁদিয়েছে চোট। দুবারই চ্যাম্পিয়নস লিগের একই পর্বে, দুবারই চোটটা শরীরের একই জায়গায়। ২০১৭-১৮ মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ ষোলোর প্রথম লেগটা খেলতে পেরেছিলেন নেইমার। রিয়ালের মাঠে সে ম্যাচে অবশ্য ৩-১ গোলে হেরে যাওয়ায় এমনিতেই পিএসজির পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছিল অনেকটা। দ্বিতীয় লেগে কিলিয়ান এমবাপ্পে ছিলেন বটে, কিন্তু যাঁকে ঘিরে সব স্বপ্ন সাজিয়েছিল পিএসজি, সেই নেইমার দ্বিতীয় লেগের আগে পড়লেন চোটে। ডান পায়ের পঞ্চম মেটাটারসালে চোট।

পরের মৌসুম। শেষ ষোলোতে প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ভাঙাচোরা ইউনাইটেডই। হোসে মরিনহোকে বিদায় দিয়ে উলে গুনার সুলশারের অধীনে শুরুটা অবশ্য দারুণ হচ্ছিল ইউনাইটেডের, কিন্তু নেইমার-এমবাপ্পে-ডি মারিয়াদের পিএসজির সামনে ইউনাইটেড দাঁড়াতে পারবেএমনটা ভেবেছিলেন খুব কম লোকেই। কিন্তু আবার চোট নামের খলনায়ক এসে দাঁড়াল নেইমারের সামনে। এবারও সেই ডান পায়ের পঞ্চম মেটাটারসালেই!এবার শেষ ষোলোর একটা ম্যাচেও খেলতে পারেননি নেইমার। প্রথম লেগে ইউনাইটেডের মাঠে এবার ২-০ গোলে জেতে পিএসজি, কিন্তু দ্বিতীয় লেগে ভজকট! শেষ মুহূর্তের পেনাল্টিতে পিএসজির মাঠ ইউনাইটেড জিতে গেল ৩-১ গোলে! আগের মৌসুমের মতো এবারও গ্যালারিতে অসহায় দর্শকের চোখে নেইমার দেখলেন, তাঁকে ছাড়া পিএসজির স্বপ্নের কীভাবে জলাঞ্জলি হলো! তাঁর নিজের স্বপ্নেরও কি নয়?দুই মৌসুমে স্বপ্নভঙ্গ হয়তো নেইমারকে মানসিকভাবে আরও কঠিন বানিয়েছে। প্রত্যয়ে বদ্ধ হয়েছে তাঁর চোয়াল। এবার শরীরটাও সায় দিয়েছে প্রত্যয়ে। করোনাভাইরাস এসে মৌসুমটাকেই ভেস্তে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটি পাশ কাটিয়ে ফুটবল শুরু হতেই নেইমারের মুগ্ধতা ছড়ানোর শুরু। করোনার হানার আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করে রেখেছিল পিএসজি, কোয়ার্টার ফাইনালে এই মৌসুমের এক চমক আতালান্তার বিপক্ষে নেইমারের ঝলকেই শেষ মুহূর্তে উদ্ধার পেল পিএসজি। হ্যাঁ, নেইমার অবিশ্বাস্যভাবে গোল করার কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। কিন্তু একেবারে শেষ দিকে তিন মিনিটের দুই গোলে যে

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্র / ছাত্রীনিবাসে ভর্ত্তির বিজ্ঞপ্তি

ডঃ বি আর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রীনিবাস, জগন্নাথবাড়ী রোড, আগরতলা এবং ডঃ বি আর আম্বেদকর মেমোরিয়াল ছাত্রাবাস, (আইজিএম হাসপাতালের বিপরীত) সীমিত সংখ্যক আসনে ভর্ত্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের যে কোন বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীতে (মেধাবী নূন্যতম ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়ে) উত্তীর্ণ তপশিলী জাতিভুক্ত ছাত্র / ছাত্রীর অভিভাবকদের কাজ থেকে ভর্তির আবেদন পত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ইচ্ছুক অভিভাবকরগন সাদা কাগজে ছাত্র / ছাত্রীর নাম, পিতা / মাতার নাম, বর্তমান ঠিকানা, কোন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হতে ইচ্ছুক, গত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এভং শতকরা হার, পারিবারিক বার্ষিক আয় এবং টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি বিশদ বিবরণ সহ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মার্কসীট, তপশিলী জাতি সার্টিফিকেট ও পিআরটিসি প্রত্যয়িত নকর সহ দরখাস্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে আগামী ২৭ই আগষ্ট, ২০২০-এর মধ্যে প্রেরন করার আহ্বান করা হচ্ছে।

আহ্বায়ক
(সন্তোষ দাস)
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা।

ICA/D-389/2020-21

জাগরণ 20 August, 2020, Thursday আগরতলা ২০ আগস্ট, ২০২০ ইং, ■ ৩ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সুশান্ত রহস্য-মৃত্যুর তদন্ত করবে সিবিআই সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের রহস্য মৃত্যু-মামলার তদন্ত করবে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। বুধবার নির্দেশ জারি করে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ সুশান্ত-মৃত্যু মামলার তদন্ত করবে সিবিআই। সুশান্তের বান্ধবী রিয়ার চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পাটনায় এফআইআর দায়ের করেন অভিনেতার বাবা কেকে সিং। রিয়ার বিরুদ্ধে সুশান্তের ১৫ কোটি টাকা তছরুপের দাবি তুলেছেন সুশান্তের বাবা। সেই এফআইআর মুম্বইয়ে স্থানান্তরিত করার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিনেত্রী রিয়া। এদিন রিয়ার আবেদনের শুনানি শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুশান্ত-মৃত্যু মামলার তদন্ত করবে সিবিআই।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, সুশান্ত সিং রাজপুত একজন প্রতিভাবান অভিনেতা ছিলেন....সমস্ত জল্পনা যাতে শেষ হয়, তাই অনেকেই তদন্তের ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন। তাই সুষ্ঠু, দক্ষ ও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৭১৯, সুস্থ হয়েছেন ৭৩,৯৯১ জন

হায়দরাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৭৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৭৮৯ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-৯৫,৭০০ এবং ৭১৯।

বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৭৬৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৮ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৭৩, ৯৯১ জন। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২০,৯৯০।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করা অত্যন্ত সম্মানের : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৯ আগস্ট (হি.স.): শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার বাকি ছিল, এবার সেটাও হয়ে গেল। জো বাইডেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদজ্ঞাপন করেছেন জো বাইডেন। টুইট করে তিনি লিখেছেন, 'আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করা অত্যন্ত সম্মানের।'

এই মনোনয়ন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা ছিল বলাই যেতে পারে, যেহেতু জুন মাসে ইতিমধ্যেই ৩,৯০০-র বেশি প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন তিনি।

বুধবার মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্যের জন্ম বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

নাবালিকা গনধর্ষিতা, খুজ নিল চাইল্ড লাইন এবং মহিলাকমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগস্ট।। নাবালিকা গনধর্ষিতা, খুজ নিল চাইল্ড লাইন এবং মহিলাকমিশন। বুধবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পাথালিয়া ঘাট এলাকায় পরিদর্শন করেন গনধর্ষীতা নাবালিকার সাথে এবং তার পরিবারের সাথে। তার বাড়ি থেকে ফিরে এসে সোজা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে আইওর সঙ্গে ধর্ষনকারীদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন। আইও জানান গনধর্ষণ কান্ডে যুক্ত একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও গতকালকে বিকু দেববর্মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ রিমান্ড চেয়েছিল আদালতের কাছে। আদালত তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠায়। তিনি জানিয়েছেন বিকু দেববর্মাকে জেরা করার পর অনেককিছু বেড়িয়ে আসতে পারে। কে কে এই ধর্ষণকান্ডে যুক্ত এবং সাদা মারুতি ভ্যান গাড়ি নিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটাও বেড়িয়ে আসতে পাবে। তাছাড়া গাড়িটিকে এখনও পুলিশ সনাক্ত করতে পারেনি। তিনি এটাও জানান আগামীকালের মধ্যে হয়তো এই গনধর্ষণ কান্ডে যুক্ত অপরাধীদের জালে তুলতে সক্ষম হবেন। বুধবার সকালে চাইল্ড লাইনের সদস্য বাসুদেব দেববর্মা এবং মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্নালী গোস্বামি বিশ্রামগঞ্জ থানায় এবং পাথালিয়াঘাট গনধর্ষীতা নাবালিকার সাথে কথা বলে আশস্ত করেন অভিযুক্তরা অবশ্যই তাদের পাপের সাজা পাবে। প্রসঙ্গত জানা গিয়েছে সম্প্রতি বিশ্রামগঞ্জের পাথালিয়াঘাট এলাকার এক নাবালিকা তার বোনের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় দুষ্কৃতকারীরা। মেয়েটিকে একদিন আটকেও রাখে। ঐ সময়ের মধ্যে নাবালিকাকে নেশার ইনজেকশন দিয়ে দফায় দফায় গণধর্ষণ করেছে। এই ব্যাপারে বিশ্রামগঞ্জ থানায় একটি মামলাও করা হয়েছে। মামলা নাম্বার ১৬/২০। মামলার প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত বিকু দেববর্মা মেয়েটির পরিচিত।

কৈলাসহরে চোরের দৌরাত্ম্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানার পুলিশ কৈলাশহর স্কুলের দশটি সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় তিন চোরকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ৩ চোর হল সুমন দাস ,সমীর মালাকার এবং নয়ন দাস। তাদের কাছ থেকে আটটি সিলিং ফ্যান এবং বেশকিছু সামগ্রী উদ্ধার করেছে কৈলাশহর থানা পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নির্দৃষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। তিন জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় ৬ দিন আগে কৈলাশহর স্কুলের দশটি সিলিং ফ্যান চুরি হয়ে যায়।এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল সেন কৈলাশহর থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের। স্কুলের সিলিং ফ্যান চুরি হওয়ার ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ চোরদের পাকড়াও করার জন্য তৎপরতা শুরু। চুরির ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় ৩ তাকে চোরকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ ধরনের চুরির ঘটনায় আরও কারা জড়িত রয়েছে তাদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। স্কুলের সিলিং ফ্যান চুরির ঘটনায় পুলিশের সাফল্যে এলাকার জনগণ ব্যক্ত করেছেন। পুলিশ ইচ্ছে করলে যে কোনো ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করতে পারে এই ঘটনা তারই প্রমাণ বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত।উল্লেখ্য লক ডাউন ঘোষণার পর থেকেই কৈলাশহর সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। রাত জেগে পাহারা দিয়ে মানুষজন তাদের সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এলাকাগুলিতে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

এবিভিপির উদ্যোগে মহারাজার জন্মদিবস উদ্‌যাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মহারাজা বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর উদ্যোগে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এর জন্ম দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।এল উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ মহারাজ বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছাত্রনেতারা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর। তিনি রাজ্যের প্রধান কলেজ এম বি বি কলেজ স্থাপন করেন। তিনি খুবই শিক্ষানুরাগী ছিলেন।স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়েই তিনি তা প্রমাণ রেখেছেন।আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জীবন আদর্শ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ছাত্র যুব সমাজকে অবহিত করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।তারা আরো বলেন ত্রিপুরার রাজা হিসেবে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর না আসলে ত্রিপুরার শিক্ষা জগতের এতটা উন্নয়ন সাধিত হত না। আধুনিক ত্রিপুরা গঠনের জন্য তিনি ছিলেন প্রথম রূপকার।ত্রিপুরার বর্তমান রাজধানী আগরতলা শহরের যে মানচিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি সেটিও মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আমলে তৈরি হয়েছিল বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিভিন্ন ইস্যুতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের তীব্র সমালোচনা গোপাল রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বিশ্রামগঞ্জে বর্বরোচিত গণ ধর্ষণের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনিয় এবং গভীর উদ্বেগজনক। বিজেপি পরিচালিত জোট সরকারের জামানায় রাজ্যের নারীরা কতটুকু সুরক্ষিত এর প্রমাণ হচ্ছে গোটা রাজ্যে পর পর ঘটে যাওয়া নারী ধর্ষণের ঘটনা। পিসিসির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন পরিষদীয় দলনেতা গোপাল চন্দ্র রায় আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের একের পর এক নারী ধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে নারী ঘটিত অপরাধ দমনে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজেপির জামানায় গোটা রাজ্যে নারীরা অসুরিক্ষত হয়ে পড়েছে। খুন, ধর্ষণ, অপরহণ, গণধর্ষণের মতো বর্বরোচিত ঘটনা যেন নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। অথচ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। থানায় মামলা হলেও নারী ঘটিত অপরাধের সাথে যুক্ত অভিযুক্তরা প্রকাশ্যেই ঘোরাফেরা করছে। তাতে অপরাধ আরও বাড়ছে। তিনি রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়েও সাংবাদিক সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির সুপারিশ সম্পূর্ণ জনবিরোধী। ভয়াবহ করোনা ভাইরাসের কারণে জনগন এমনিতেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।গ্রাম পাহাড়ে চলছে কাজ ও খাদ্যাভাব। শ্রমিক, মেহনতি ও গরিব অংশের মানুষ প্রতিদিন কাজ হারাচ্ছে। এই বাস্তব পরিস্থিতির কথা বিবেচনা না করেই সরকার বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছে। গত জানুয়ারী মাসে এক বার বিদুতের মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফের মাশুল বৃদ্ধি করার সুপারিশ করে বিজেপি পরিচালিত জোট সরকার মানুষের ঘাড়ে আরো আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। করোনা ভাইরাস দমনে এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিদিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। পাল্লা দিচ্ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। এক কথায় করোনা ভাইরাস গোটা রাজ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলছে। অথচ করোনার ভয়াবহতা দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি পরিচালিত জোট সরকার। পিসিসির প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন পরিষদীয় দলনেতা গোপাল চন্দ্র রায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই ইস্যুতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। ১৯ আগস্ট উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা দিবস। এইদিন ছিল উপজাতি ছাত্র ইউনিয়নের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। মেলারমাঠস্থিত ছাত্র-যুব ভবনে এইদিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সেখানে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক নেতাজী দেববর্মা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেব সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন শেষে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারন সম্পাদক নেতাজী দেববর্মা এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

১০ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৯০৮ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৬৪,৬৭৬

জয়পুর, ১৯ আগস্ট (হি.স.): রাজস্থানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৬৯৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। নতুন করে ৬৯৯ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৪,৬৭৬। বুধবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৬৯৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, সুস্থ হয়েছেন ১২৪ জন।

আক্রান্ত ৬৯৯ জনের মধ্যে আলওয়ারে আক্রান্ত ২২৪ জন, বিকানের-এ ২০৯ জন, জয়পুরে ৫০ জন, জালোরে ১৪ জন, কোটায় ১০০ জন, নাগাউরে ৮ জন, যোধপুরে ৭৩ জন এবং কোটায় ১৪৩ জন মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪,৬৭৬-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৯, ০৮৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪,৬৮৪ এবং নতুন করে ১০ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৯০৮ জনের।

চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ আগস্ট।। বুধবার বিকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ বন দপ্তরের কর্মীরা জম্পুইজলা এলাকায় টিআর০১ ডাব্লু ১৭৭৫ নম্বরের একটি গাড়ি আটক করেছে। ওই গাড়িতে বেআইনি ভাবে কাঠ বহন করা হচ্ছিল বলে আটক করা হয়।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে সিবিআই তদন্তকে স্বাগত বিহার পুলিশের

পাটনা, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্যের তদন্তের ভার দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে দিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বিহার পুলিশ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আশা জাগিয়ে তুলেছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজিপি গুপ্তেশ্বর পান্ডে।

বুধবার গুপ্তেশ্বর পান্ডে জানিয়েছেন, বিহার পুলিশের প্রধান হিসেবে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের জন্য বিয়ার পুলিশের তরফ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তাকে সঠিক আখ্যা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ থেকে এটা স্পষ্ট যে বিহার পুলিশের প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক ছিল। পাশাপাশি রিয়া চক্রবর্তী প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে গুপ্তেশ্বর পান্ডে আরও জানিয়েছেন, "আমার ব্যক্তিগত স্তরে কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। কিন্তু রিয়া চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা দুর্ভাগ্যজনক। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের পরিবারবর্গ প্রকৃত ন্যায় পাবে। এই নির্দেশ শুধুমাত্র বিহারের নয় গোটা ভারত জুড়ে যারা ন্যায় সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাদের জয়। বিহার পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোন ভুল কাজ করেনি। বিহার পুলিশ একটি টিমের সঙ্গে মহারাষ্ট্র পুলিশ যে আচরণ করেছে তারও নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।"

মহারাষ্ট্র পুলিশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত করতে তৎপর বিরোধীরা, দাবি রাউতের

মুম্বই, ১৯ আগস্ট (হি. স.) : পরিকল্পিতভাবে মহারাষ্ট্র পুলিশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত করার চক্রান্ত করে চলেছে বিরোধীরা বলে দাবি করেছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জায় রাউত জানিয়েছেন, "সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত মুম্বই পুলিশ করে চলেছে। দেশের শীর্ষ আদালত কি ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা আমি বলতে পারব না। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেবে রাজ্য পুলিশের ডিজি। দেশের শীর্ষ আদালত যে নির্দেশ দিয়েছে এমন ধরণের নির্দেশ আগেও দিয়েছিল। ফলে এই নির্দেশ নিয়ে অযথা চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।" সঞ্জয় রাউত আরও জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ন্যায় বিচার দেওয়া হয়। রাজ্যের শাসন, প্রসাশন এবং ন্যায় ব্যবস্থা পুরোপুরি সক্ষম। কিন্তু বিরোধীরা মুম্বই তথা মহারাষ্ট্র পুলিশের ভাবমূর্তি ভূলুণ্ঠিত করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। বিরোধীদের দায়িত্ব সহকারে বক্তব্য রাখা উচিত।

নৃশংস! পাঁচটি শিশু-সহ ১১ জনকে কুপিয়ে হত্যা পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ১৯ আগস্ট (হি.স.): নৃশংস ও নারকীয় হত্যালীলা! পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুরের পানু আকিল তালুকে একই পরিবারের ১১ জন সদস্যকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মৃত ১১ জনের মধ্যে ৬ জন মহিলা এবং পাঁচটি শিশু। সুক্কুরের সিনিয়র পুলিশ সুপার ইরফান সাম্ম জানিয়েছেন, পরিবারের কর্তা সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি ৬ জন মহিলা ও পাঁচটি শিশু-সহ মোট ১১ জনকে ধারালো ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিগত ৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিরুদ্ধে ফের বিষোদগার করলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। এবার বেকারত্ব নিয়ে কেন্দ্রকে রাহুলকে আক্রমণ, বিগত ৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ। দুই কোটি পরিবারের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে।

বুধবার একটি মিডিয়া রিপোর্ট টুইট করে হিন্দিতে রাহুল লিখেছেন, বিগত ৪ মাসে কাজ হারিয়েছেন প্রায় দুই কোটি মানুষ। দুই কোটি পরিবারের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকারে। ফেসবুকে মিথ্যা খবর এবং বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিয়ে বেকারত্বের সত্যতা এবং অর্থনীতির সর্বনাশ দশা আড়াল করা যায় না। প্রসঙ্গত, রাহুলের এদিন যে মিডিয়া রিপোর্ট টুইটারে পোস্ট করেন, তাতে উল্লেখ-করোনার প্রকোপে এপ্রিল মাস থেকে এযাবৎ ১.৮৯ কোটি মানুষ চাকরি হারিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৩৫২ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১০৯,৮৮৮

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে ফের বাড়ল মৃত্যু ও করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। বাড়তে বাড়তে স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১০৯,৮৮৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৪০৭,৩৫৪ জন।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১,৩৫১ জনের, ফলে ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে ১০৯, ৮৮৮ জনের। নতুন করে ৪৭,৭৮৪ জন আক্রান্ত হওয়ার পর ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৪০৭,৩৫৪-তে পৌঁছেছে।

গ্রেটার নয়ডায় পাওয়ার স্টেশনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

নয়ডা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গ্রেটার নয়ডায়, নয়ডা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (এনপিসিএল)-এর সাবস্টেশনে (পাওয়ার স্টেশন) বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ নয়ডায় সেক্টর ১৪৮-এ অবস্থিত নয়ডা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (এনপিসিএল)-এর সাবস্টেশনে একটি ট্রান্সফর্মারে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বিধ্বংসী আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন এতটাই দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে যে দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, পাওয়ার স্টেশনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

৬ বেড়ে পুদুচেরিতে মৃত্যু ১২৯ জনের, রাজ্যজুড়ে করোনা-সংক্রমিত ৮,৭৬২

পুদুচেরি, ১৯ আগস্ট (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ৬ জনের। এছাড়াও রাজ্যের নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬৮ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১২৯ এবং ৮,৭৬২। ৮ হাজার ৭৬২ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৫,৩১২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল দশটা পর্যন্ত রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬৮ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪০৩ জন ও ১,২৩৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩,৩২১ এবং সুস্থ হয়েছেন ৫,৩১২ জন।

বিচারব্যবস্থার জয়, সিবিআই তদন্তকে স্বাগত : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৯ আগস্ট (হি.স.): অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু-মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব জানিয়েছেন, সুশান্ত মৃত্যু-মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বিচারব্যবস্থার জয় হল।কয়েকদিন আগেই সুশান্ত মৃত্যু মামলায় সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিল বিহার সরকার। কিন্তু, তেজস্বীর মতে, নীতীশ কুমার সরকার অনেক দেরি করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহার সরকারকে আক্রমণ করে তেজস্বী বলেছেন, গত ৩০ জুন, আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিলাম, কিন্তু বিহার সরকারের ঘুম ভাঙতে ৪২ দিন লেগে গেল।

করোনা আবহেতর মধ্যে রাজধানীর গ্যাস একেন্সিতে উধাও সামাজিক দূরত্ব। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।